ভারী বৃষ্টিতে ডুবে গেছে সৌদির রাস্তাঘাট, মক্কায় সতর্কতা জারি

সারে-জমিন

বসিরহাট ইছামতি নদীর বাঁধে বড় ফাটল

রূপসী বাংলা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম মহিলা

সম্পাদকীয়

ইট ভাটায় ঢুকে শ্রমিকদের মারধর বিজেপি প্রধানের!

রবি-আসর

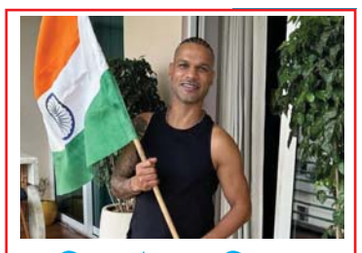

ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন শিখর ধাওয়ান

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৫ আগস্ট, ২০২৪
৯ ভাদ্র ১৪৩১
১৯ সফর, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 230 ■ Daily APONZONE ■ 25 August 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

সন্দীপ ঘোষ সহ ৬ জনের পলিগ্রাফ টেস্ট করল সিবিআই

আপনজন: আদালত থেকে পলিগ্রাফ টেস্টের অনুমতি পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই আরজি কর কাণ্ডে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সহ ছজনের পলিগ্রাফ টেস্ট হয়েছে শনিবার। যদিও টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্ট এদিন হয়নি। তার পলিগ্রাফ টেস্ট হবে রবিবার। দিল্লি থেকে একটি বিশেষ সিএফএসএল দল কলকাতায় এসে এই পলিগ্রাফ টেস্ট করেছে। পলিগ্রাফ টেস্ট করা হয়েছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, সেই রাতে নাইট ডিউটিতে থাকা চার জুনিয়র ডাক্তার এবং একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের। অন্যদিকে, সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তও শুরু হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর আলিপুর কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর-এর কপি পেশ করেছেন সিবিআই অফিসাররা। প্রাক্তন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আখতার আলির আবেদনের প্রেক্ষিতে এই নির্দেশ বলে এক সিবিআই অফিসার জানিয়েছেন।

বিজেপি লাভ জিহাদ, বন্যা জিহাদের নামে ‘বিষ’ ছড়াচ্ছে: সোরেন

আপনজন ডেস্ক: ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন শনিবার অভিযোগ করেছেন, বিজেপি ধর্ম, জাতপাত, লাভ জিহাদ এবং বন্যা জিহাদের নামে সমাজে ‘বিষ’ ছড়াচ্ছে।

এসটি, এসসি এবং ওবিসি সংরক্ষণকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। ঝাড়খণ্ড মুখ্যমন্ত্রী মাইয়ান সম্মান যোজনা (জেএমএমএসওয়াই) প্রকল্পের আওতায় মহিলা সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ১০০০ টাকা স্থানান্তর করার সময় হাজারিবাগে একটি সরকারী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।

হাজারিবাগ, ধানবাদ, বোকারো, গিরিডিহ, কোডারমা, রামগড় এবং ছতরা এই সাতটি জেলার ১৩.৯৪ লক্ষ সুবিধাভোগীর অ্যাকাউন্টে মোট ১৩৯.৪০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে হেমন্ত সোরেন বলেন, “বিজেপি আসাম, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে নেতাদের আমদানি করে, কারণ এখানকার নেতারা ঝাড়খণ্ড সামলাতে পারছেন না।

এই নেতারা হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, সামনে ও পেছনের নামে সমাজে বিষ ছড়াচ্ছেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার নাম না করে তাঁকে আক্রমণ করে হেমন্ত সোরেন বলেন, “সম্প্রতি বিজেপির এক মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যের বন্যার নাম দিয়েছেন ‘ফ্লাড জিহাদ’।

মজার ব্যাপার হল, তারা এখন জলের মধ্যেও হিন্দু-মুসলিম, সামনে-পিছিয়ে, আদিবাসী ও দলিতদের খুঁজে পাচ্ছে।

কখনও লাভ জিহাদ, শিক্ষা জিহাদ আর এখন জিহাদের বন্যা বয়ে যায়। হেমন্ত সোরেনের কথায়, এই ধরনের মানুষদের থেকে সাবধান।

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, আদিবাসী ও দলিতদের সংরক্ষণ ছিনিয়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। তারই প্রতিবাদে বুধবার ভারত বনধের ডাক দেওয়া হয়।

হেমন্ত সোরেনের অভিযোগ, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সরকার (কেন্দ্র) দেশের আদিবাসী, দলিত, ওবিসি ও সংখ্যালঘুদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আগের ডবল ইঞ্জিন সরকার জনগণের সামাজিক সুরক্ষার জন্য কিছুই করেনি।

তিনি বলেন, ঝাড়খণ্ড পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। রাষ্ট্র গঠনের পর সমাজের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের বিরোধীদল সামাজিক নিরাপত্তার তোয়াক্কা না করে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার দিকেই মনোযোগী থেকেছে।

তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সরকার রাজ্যের উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর পরবর্তী মেয়াদে ঝাড়খণ্ডকে দিল্লি ও মুম্বাইয়ের উন্নয়নের সমতুল্য করে তুলবেন।

ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন এদিন আরও বলেছেন, আগামী দিনে রাজ্য পুলিশে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য তাঁর সরকার প্রয়োজনীয় সমস্ত সহায়তা দেবে।

নতুন পেনশন প্রকল্প ঘোষণা করল কেন্দ্র

আপনজন ডেস্ক: নতুন পেনশন প্রকল্প ইউনিফাইড পেনশন স্কিমে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ২৩ লক্ষ সরকারি কর্মচারীর জন্য বেতনের ৫০ শতাংশ নিশ্চিত পেনশন হিসাবে অনুমোদন করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ১ এপ্রিলের পর চাকরিতে যোগদানকারী সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য ন্যাশনাল পেনশন ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) ঘোষণা করেছে সরকারি কর্মচারীরা তাদের চাকরির মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ করলে এখন অবসর গ্রহণের আগে গত ১২ মাসের বেসিক বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে ন্যূনতম ১০ বছর চাকরির মেয়াদ কম সময়ের জন্য আনুপাতিক হারে করা হবে বলে জানান তিনি। কোনও পেনশনভোগী মারা গেলে মৃত্যু পর্যন্ত প্রাপ্ত পেনশনের ৬০ শতাংশ প্রতি মাসে পাবে তাঁর পরিবার। চাকরিতে যোগদানের ১০ বছর পর কোনও কর্মচারী ছেড়ে দিলে তিনি ১০,০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। অন্তত ১০ বছর চাকরি করে অবসর নিলে ১০ হাজার টাকা নিশ্চিত পেনশন। এই নতুন পেনশন প্রকল্পে কর্মচারীদের পেনশনে কেন্দ্রের ভাগ ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হবে ১৮ শতাংশ।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

ভর্তি চলিতেছে Class Nursery to VII (Class XII Proposed)

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

এখানে হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে
কেবল মাত্র পঞ্চম শ্রেনির ছাত্রদের জন্য (বালক)
আসন সংখ্যা সীমিত (সত্বর যোগাযোগ করুন)

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

রামভদ্রপুর গ্রামে সারানো হল ভাঙা রাস্তা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: কয়েক বছর ধরে বেহাল দশায় পড়েছিল মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ব্লকের প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামভদ্রপুর গ্রামের রাস্তা। নাকুড়তলা থেকে গুধিয়া যাওয়ার স্বল্প দূরত্বের পথ রামভদ্রপুরের মধ্যে দিয়ে এই রাস্তা। কিন্তু হালকা বৃষ্টি হলেই জমে যেত জল, এক হাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হতো যাত্রীদের। কয়েক বছর ধরে বেহাল অবস্থায় থাকার পর শুক্রবার সেই রাস্তা ঢালাই করার কাজ শুরু করলো মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি। এদিন রাস্তা ঢালাই করে নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়। এদিন রাস্তার কাজ পরিদর্শন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হাজেরা বিবি, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আবু তালেব শেখ, স্থানীয় জাকির হোসেন সহ অন্যান্যরা।

বড়ঞায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: কংগ্রেস শিবিরে লাগাতার ভাঙন। এবার মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের খোরজুনা পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শনিবার বারোটার সময় শাসকদলের বড়ঞা ব্লকের কুলি পার্টি অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের খাতায় নাম লেখালেন নূর আলম শেখ।
তিনি ওই পঞ্চায়েতের মুনাইকান্দরা ৭ নম্বর সংসদ থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ওই সংসদে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে হারিয়েই জয়ী হয়েছিলেন। এদিন তাঁর সঙ্গে গ্রামের শতাধিক কংগ্রেস কর্মিও শাসকদলে যোগ দিয়েছেন। যদিও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শনিবার দিন শাসকদলের কুলি পার্টি অফিসে বিশেষ যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে হাজির ছিলেন দলের বড়ঞা উত্তর সভাপতি গোলাম মুর্শেদ, জর্জ, তৃণমল নেতা আবসার আলি, ওরফে পল্টু, খোরজুনা পঞ্চায়েত প্রধান করবী বাগদী, সিফাল সেখ, খোরজুনা অঞ্চল যুব সভাপতি রিমন শেখ, তৃণমূল নেতা রাজিব উদ্দিন আহমেদ, রিপন শেখ সহ শাখা সংগঠনের নেতৃত্বরা।

জাতীয় সড়কে সাইকেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: জাতীয় সড়ক দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার নূর মোহাম্মদ কলেজ সংলগ্ন জাতীয় সড়কের উপরে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই ব্যক্তির নাম মাজিরুল ইসলাম। তার বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার শুলীতলা গ্রামে। মৃত ব্যক্তি পেশায় চায়ের দোকানদার এবং ঘটক।

বসিরহাট ইছামতি নদীর বাঁধে বড় ফাটল, আতঙ্কে এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাট ইছামতি নদীর বাঁধে বড়সড় ফাটল দেখা দিল, যার ফলে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। এমনই ঘটনা ঘটলো বসিরহাটের এক নম্বর ব্লকের পানিতর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পানিতর এলাকায়।সেই দিকে লক্ষ্য রেখে খবর পাওয়ার সাথে সাথেই এলাকায় পৌঁছে যান বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর সপ্তর্ষি ব্যানার্জি এবং বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের পানিতর পঞ্চায়েত প্রধান মেহেরুন্নেসা বিবি সাথে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম মন্ডল। শনিবার সকাল বেলায় ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন তারা তড়িঘড়ি মেরামতির ব্যবস্থা করা হয়। এদিন পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ এবং প্রধান প্রতিনিধি সারিফুল ইসলাম মন্ডল বলেন, বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের পানি তর পঞ্চায়েতের এলাকা ইছামতি নদীবেষ্টিত। শুক্রবার রাতে ইছামতি নদীতে বাঁধে ফাটল দেখা দেয়। আমাকে খবর দেয় এলাকার মানুষ। আমরা বিধায়কসহ বিভিন্ন মানুষরা এলাকায় পৌঁছায়। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করা হয় বাধ মেরামতির।স্থানীয় বাসিন্দা মর্জিনা বিবি বলেন, “ইছামতি নদীর কোলে থাকি আমরা। যখন তখন ঘরবাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারে। বহু ঘর বাড়ি ইছামতি নদীর পাড় ভেঙ্গে নিয়ে গিয়েছে। রাতের দিকে বিশাল আওয়াজ। সারা রাত ঘুম নেই। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। সকালবেলা দেখলাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিধায়করা এলাকায় পরিদর্শনে আসেন এবং সাথে সাথে বাঁধ মেরামতির ব্যবস্থা করেন আমরা খুবই আনন্দিত”। বিধায়ক ডক্টর সপ্তর্ষী ব্যানার্জি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ইছামতি নদীর বাঁধের অবস্থা খারাপ ছিল ফাটল দেখা দিয়েছিল, আমার কাছে খবর আসে, আমি পঞ্চায়েত প্রধান সহ বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ ওরা উপস্থিত হয় এলাকায়। এবং তড়িঘড়ি ইঞ্জিনিয়ারদের ডেকে বাদ মেরামতির ব্যবস্থা করি। ভয়ের কোন কারণ নেই মানুষের।

পথ নিরাপত্তার বার্তা ইমাম সংগঠনের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে সেফ ড্রাইভ-সেভ লাইফ সম্পর্কিত সচেতন বার্তা ও হেলমেট প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায়। শনিবার এই অনুষ্ঠান থেকে দু’শো জন বাইক আরোহী কে হেলমেট বিতরণ করা হয় এবং একশো জন এতিম শিশু দের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদিক প্রিয়দর্শনী হাকিম, অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি মওলানা মো: বাকিবিল্লাহ , সম্পাদক মওলানা আবদুল্লাহ , মোমতাজুল হক প্রমুখ।

সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধি চাই পর্ষদে: এসডিপিআই

আলম সেখ ● কলকাতা

আপনজন: বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন অ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রাথমিক বিভাগ। বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তোলপাড়, কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুক্ষ হিন্দুত্ববাদী বলে কটাক্ষ করছে কেউ তাঁকে ইসলাম বিদ্বেষী তকমা দিচ্ছে, কেউ বলছে তৃণমূল মুসলিম ভোট ব্যাংক রাজনীতি করে বাংলায়, এবার উক্ত বিষয় নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করলো সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া।
এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম একেবারে স্পষ্টভাবে উক্ত কমিটিকে বাতিল করে দিয়ে সব সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধি নিয়ে পুনরায় গঠন করার দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। তিনি বলেন, সারা ভারত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতিতে আক্রান্ত। মুসলিম সহ সকল নিপীড়িত বঞ্চিত সম্প্রদায়ের ওপর ভারতীয় জনতা পার্টি দমন, পীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দল বা রাজ্য সরকারগুলোও যদি নিপীড়িত সমাজকে দমনের পন্থা অবলম্বন করে তবে অচিরেই এ দেশ পিছনের দিকে হাঁটতে শুরু করবে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটি পার্টি অফ ইন্ডিয়া মুখ্যমন্ত্রী র কাছে জোরালোভাবে দাবি জানাচ্ছে অবিলম্বে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অ্যাডহক কমিটিকে নতুনভাবে গঠন করতে হবে এবং সব সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার সমানুপাতে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করতে। পাশাপাশি তিনি আরও দাবি করেন, স্কুল সার্ভিস কমিশনসহ রাজ্য পরিচালনার সকল বিভাগ ও স্তরে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিজেপি হাসপাতালের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করছে: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ডেঙ্গির একটা নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মাধ্যমে শনাক্ত করনের কাজ শুরু হচ্ছে। এছাড়া ডেঙ্গি ভ্যাকসিন আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগে ছাদে যেসব টাওয়ার গুলো ছিল তার জন্য প্রাক্তন মেয়র সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। একটা ফি দিয়ে তারা টাওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কিন্তু এখন অনেক কোম্পানি উঠে গেছে। ফলে সেটা পরিত্যক্ত পড়ে রয়েছে। তাই আগে বাড়ির মালিককে বলা হবে সেটা খুলে নিতে। যদি তারা না খুলে তাহলে আমরা টাওয়ার খুলে আমরা সেটা অ্যাকশন করে দেব। শনিবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রাজনীতি প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা আমাদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যে আমরা সিভিক ভলান্টিয়ার দের সিম কার্ড দেব। উত্তেজনা সৃষ্টি করছেন শুভেন্দু অধিকারী। এগুলো হচ্ছে রাজনীতির খেলা। কখনও সন্দেশখালি নিয়ে ভুল প্রচার করেছে। এখনও সর্বোচ্চ আদালতে কেস আছে। আমি মনে করি বিচার হবে। সিবিআইকে অনুরোধ করব তাড়াতাড়ি তদন্ত করতে। চারে দিকে ধর্ষণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু প্রচার করছি। কিন্তু ভারতবর্ষ কোথায় যাচ্ছে। অসমের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। যোগী রাজ্যে এনকাউন্টার হয়। আমরা বিচার ব্যবস্থার উপরে বিশ্বাস করছি।
বিজেপি মানুষ কে বিভ্রান্ত করার জন্য চক্রান্ত করছে। তাদেরকে বাংলার মানুষ ঘিন্না করে। তারা আন্দোলন করে ধর্নায় বসুক । কিছুই হবে না। কলকাতা সুরক্ষিত। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হিংসা এবং ঘৃণার রাজনীতি সমাজে বাড়ছে। উগ্রতা দিয়ে সমাজে পরিবর্তন আসে না। সমাজ পরিবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। উপরে ভগবান অন্যায় করতে পরে না। আদালত অন্যায় করবে না। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। এখন আন্দোলন থেকে বেশি উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। আমার পাশের আন্দোলন করারকথা বলছে। ছাত্রছাত্রী দের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা প্রয়োজন। তাদের কে রাজনীতির অংশ করা উচিত নয়। বাংলা ভাগ করার জন্য বিজেপি উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গ করে হাসপাতালের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। বামপন্থী রা এখন শূন্য হয়ে গেছে। তাই আন্দোলনের নামে নিজেকে দাঁড় করানো চেষ্টা করছে।

কাচা রাস্তা আজও পাকা না হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতে জল জমে রাস্তা কর্দমাক্ত

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কাচা রাস্তা আজও পাকা হল না। অল্প বৃষ্টি হলেই জল জমে রাস্তা কাদায় পরিণত হয়ে যায়। এমনকী, শুখা মরসুমে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা গেলেও বর্ষাকালে চলাচল করা যায় না। অন্য কারো বাড়ির আঙিনা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ডাঙ্গি গ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ বছর ধরে তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তা পাঁকা করার কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।
গ্রামে রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়া সহ পাঁচটি গ্রামের শতাধিক মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। একাধিকবার এই রাস্তাটি পাঁকা করার জন্য প্রশাসন ও নেতা মন্ত্রীদের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছি। তবে কিছুই লাভ হয়নি। প্রত্যেকবারই শুধু মিলেছে আশ্বাস। বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন পড়ে গিয়ে জখম হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা হরমুজ আলী বলেন,গ্রামের রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে পাঁচটি গ্রামের শতাধিক মানুষ। শুখা মরসুমে রাস্তা দিয়ে চলাচল করা গেলেও মূল সমস্যা বাধে বর্ষাকালে। বর্ষাকালে গ্রামে কোনো গাড়ি ঢোকে না। এমনকী কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুল্যান্স পর্যন্ত গ্রামে ঢুকতে পারে না। রোগীকে সাইকেল বা অন্যভাবে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। আরো এক স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল বারেক বলেন,গ্রামের একমাত্র রাস্তাটি পাকা করার জন্য পাড়ায় সমাধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে লিখিতভাবে একাধিকবার জানিয়েছি। প্রত্যেকবারই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে বাস্তবে কোনও পাকা রাস্তা হয়নি। এই রাস্তাটি হলে তিন কিলোমিটার ঘুর পথে চাঁচল যেতে হবে না। বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসের প্রধান রাজিব খান বলেন,আমার প্রধান হওয়ার এক বছর কাটলো। এই রাস্তা নিয়ে কেউ আমাকে জানায়নি। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। জেলা পরিষদের কৃষি সেচ ও সমবায় কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম বলেন, রাস্তাটি নিয়ে আমি জেলা ও রাজ্যে জানিয়েছি। ছয় মাস আগে কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ার এসে রাস্তাটি পরিদর্শন করে গিয়েছে। অনলাইন প্রসেসিংয়ে রয়েছে। আশা করি শীঘ্রই রাস্তার কাজ শুরু হবে।

সুরক্ষার দাবিতে দীর্ঘ পদযাত্রা নদিয়ার আদিবাসী সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: সকল মানুষের সুরক্ষার দাবিতে ১০০ কিলোমিটার পদযাত্রা আদিবাসী সমাজের।সকলের সুরক্ষার দাবিতে রাস্তায় নামল আদিবাসী সমাজ। নদিয়ার মাজদিয়া থেকে কল্যাণী সীমান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ ১০০ কিলোমিটার রাস্তায় পদ যাত্রা আদিবাসী সমাজের। শনিবার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা জানান,আমরা নদিয়ার আদিবাসীরা বিশ্ব শান্তি এবং বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা , প্রকৃতির সুরক্ষা , দেশের সন্তানদের সুরক্ষার দাবিতে শনিবার পথে নামে। শুধু নারী নয়, পুরুষরাও নানা সঙ্কটের মুখে। নিজেদের চেতনাকে জাগাতে পথে নামে আদিবাসী সমাজ। এ আন্দোলনে শুধু সরকারের নয়, আমাদের সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। তারা আরও জানান ,যে জঙ্গল আমাদের ভেতরে ঘর বেঁধেছে তা অবিলম্বেই পরিষ্কার করা দরকার। আর তাই সঠিক শিক্ষা যেন ঘর থেকে শুরু হয়। এমনটাই জানান আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। তারা সবাই মিলে একসাথে এই প্রতিজ্ঞা করতেই নদিয়ার পথে নেমেছে বলেই জানান তারা মাজদিয়া থেকে পদযাত্রার সূচনা করা হয়। রবিবার কল্যাণী সীমান্তে গিয়ে এই পদ যাত্রা শেষ হবে। এদিকে,আরজি কর কান্ডের দোষীদের শাস্তি এবং থেকে ধর্ষণ নামক ব্যাধির নির্মূল করার দাবিতে কৃষ্ণনগরে কলেজের ছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিল।আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তি এবং সমাজ থেকে ধর্ষণ নামক ব্যাধিকে চিরতরে নির্মূলের দাবিতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের। শনিবার হাতে প্ল্যাকার্ড ,ফেস্টুন নিয়ে ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান নিয়ে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড় থেকে পদ যাত্রা শুরু করে কলেজের ছাত্রীরা।
কৃষ্ণনগরের কলেজের মেয়েরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে সরব হন।

লাল বাজারের ১০ দফা নির্দেশনা

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: রাতের নগর তো বিভীষকা। সেই সময় দূরবৃত্তদের মধ্যে জেগে ওঠে এক হিংস্র আমানবিক চেতনা। আর সেই কারণেই প্রতিদিন ঘটে চলেছে আর জি কর কাণ্ডের মতো নির্মম ঘটনা। তার থেকে শিক্ষা নিয়েই লাল বাজার ১০ দফা কর্মসূচি নিলো পুলিশের পক্ষ থেকে।
১) রাতে একজন নাইট অফিসারের নেতৃত্বে সর্বত্র নাকা চেকিং। ২) যে কোনো ঘটনা নজরে এলেই সঙ্গে সঙ্গে সঠিক জায়গায় জানাতে হবে। ৩) প্রয়োজনে ডিসিকে জানাতে হবে। ৪) নাইট অফিসারকে জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। ৫) টহলে থাকা পুলিশ কর্মীদের তালিকা রোজ লাল বাজারকে জানাতে হবে। ৬) ট্রাফিক গার্ডের ওসিকে নিয়মিত ব্রিফ করতে হবে।
৭) টহলের সময় বডি ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে। ৮) আগ্নেয় অস্ত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
৯) পুলিশ কর্মীরা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা তা নজরে রাখতে হবে।
১০)অনুমোদনহীন কোনো খননকার্য হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

বৃষ্টির মধ্যে গ্রামে মহিলা উইনার্স টিম

সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: হুগলি জেলার প্রশাসনের মহিলা উইনার্স টিম বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে নবাবপুর অঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় টহল দিলে। সাথে ছিলেন চন্ডীতলা থানার অফিসারগণ। প্রসঙ্গত প্রশাসনের মহিলা উইনার্স টিমের অফিসার পাড়ায় পাড়ায় বয়স্ক থেকে ছাত্রীদের সাথে কথা বলেছেন তাদের সুবিধা অসুবিধা জানতে চাইলেন টেলিফোন নাম্বারও দিলেন। বললেন প্রয়োজনে সরাসরি ফোন করবেন আপনাদের সাথে মহিলা উইনারস টিম সদা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে এলাকার মহিলারা ভীষণ আপ্লুত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক চালকের

রাকিবুল ইসলাম ● দৌলতাবাদ

আপনজন: বাইকে করে সবজি বিক্রি করতে গিয়ে মোটর বাইক ও চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদ থানার ১১ নম্বর রাজ্য সড়কের ১৪ মাইল ইটভাটা সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায় প্রতিদিনের মতো এদিন মোটরবাইকে করে ইসলামপুরে সবজি বিক্রি করতে যাওয়ার সময় দ্রুতগতিতে একটি চারচাকা ২০৭ বোলেরো গাড়ি উল্টো দিক থেকে সরাসরি ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালকের।

গলসিতে তৃণমূলের বিক্ষোভ মিছিল ও সভা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্দ্যোগ বিক্ষোভ মিছিল ও সভা করা হল। ব্লকের পারাজে মিছিল ও সভা করা হয়। মিছিলটি খলসেগড় মোড় থেকে শুরু হয়ে পারাজ হাটতলায় শেষ হয়। মিছিলে পা মেলান বহু তৃণমূল কর্মী। আয়োজকরা জানান, কোলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মহিলা ডাক্তারকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। যা নিয়ে উত্তাল হয়েছে রাজ্য সহ দেশ। বিচারের দাবীতে পথে নেমেছে বহু মানুষ। তবে ঘটনা নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি সিপিএম সহ বিরোধী দল গুলি। সিবিআই ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে এখনও প্রযন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তাদের দাবী, দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মুলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক তদন্ত কারী এজেন্সি।
এদিনের মিছিল ও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, গলসি বিধায়ক নেপাল ঘরুই। জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, জেলা পরিষদেরর কৃষি ও সেচ কর্মাধক্ষ্য মেহেববুব মন্ডল, ব্লক তৃনমুল কংগ্রেসের সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী, গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি অনুপ চ্যাটার্জী, ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি বাপ্পাদিত্য রায়, ব্লক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি জাহির আব্বাস মন্ডল, তৃণমূল নেতা, পার্থ সারথি মন্ডল, সেখ মহব্বত, দোলন দত্ত, সেখ লালন, সেখ আনোয়ার, সহ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ তৃণমূল নেতাকর্মীরা।

নানা ইস্যুতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল ভগবানগোলায়

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একাধিক ইস্যু নিয়ে ভগবানগোলায় বিক্ষোভ মিছিল করল ভগবানগোলা-১ ব্লক কংগ্রেস কমিটি।
ভগবানগোলায় রাস্তা খারাপের প্রতিবাদ করায় গুলি করে এক ব্যক্তিকে খুনের ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে ও আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে এবং উড়িষ্যায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক আক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে শনিবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় ভগবানগোলা বাজারে।
মিছিলে উপস্থিত ছিলেন লালবাগ মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি মর্তুজা হোসেন বকুল, ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক সহ বিভিন্ন অঞ্চল ও শাখা সংগঠন কর্মী সমর্থকরা। ব্লক কংগ্রেস কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে ভগবানগোলা বাজার ঘুরে আবারও ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে মিছিল শেষ হয় এদিন।

কলকাতা পুলিশের রক্তদান শিবির পোলেরহাটে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: কলকাতা পুলিসের ভাঙড় ডিভিশনের পোলেরহাট থানার রক্তাদান শিবির অনুষ্ঠিত হল শনিবার। পোলেরহাট পল্লী সংঘের পাশে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের রক্তদান কর্মসূচি। উৎসর্গ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিনের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিলো ১১৭০ তম রক্তদান শিবির।
এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা, কলকাতা পুলিসের ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ, ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের বিডিও পার্থ বন্দোপাধ্যায়, ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত ও পরিবহণ কর্মাধ্যক্ষ মোদাচ্ছের হোসেন, মৎস ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ মোমিনুল ইসলাম, পোলেরহাট থানার ওসি সরফরাজ আহমেদ, কাশিপুর থানার ওসি অমিত কুমার চ্যাটার্জী, পোলেরহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সফিয়ার রহমান প্রমুখ। এদিন দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

প্রথম নজর

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করল আমিরাত

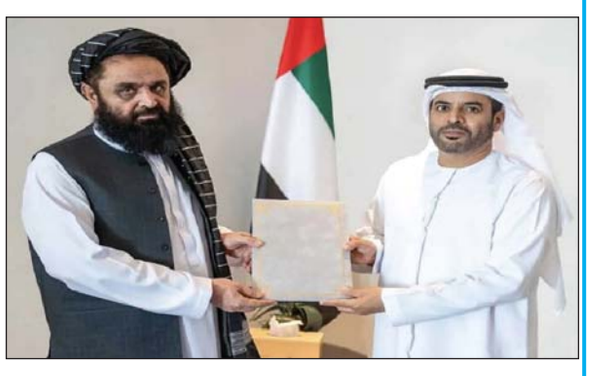

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তালেবান নিযুক্ত কূটনীতিককে গ্রহণ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)।
বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) দেশটির একজন কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।
ওই কর্মকর্তা বলেছেন, আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে দুই দেশের ব্যবধান কমানোর উদ্যোগ নেয়া হলো। পাশাপাশি উন্নয়ন ও পুনর্গঠন প্রকল্প গ্রহণ করে আফগানদের সহায়তা করার সংকল্পও দৃঢ় হলো।
এর আগে একমাত্র চীন তালেবান মনোনীত ব্যক্তিকে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়া পাকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি দেশে তালেবান সদস্যরা কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তবে তালেবান প্রশাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো স্বীকৃতি দেয়নি চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।
আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত বুধবার জানিয়েছে, মাওলাওয়ি বদরুদ্দিন হাক্কানি আমিরাতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। দেশটির আমির শিগগিরই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেবেন।

বিশ্বের প্রথম ক্যান্সারের টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে প্রাণঘাতী রোগ ক্যান্সারের টিকা দিতে শুরু করেছেন চিকিৎসকরা। ফুসফুস ক্যান্সারের রোগীদের দেওয়া হচ্ছে এই এমআরএন টিকা।
শুক্রবার (২৩ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাজার হাজার মানুষের জীবন বাঁচানোর 'যুগান্তকারী' সম্ভাবনা রয়েছে এ টিকার।
বিশ্বে ক্যান্সারে যত মানুষ মারা যায়, তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্তদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। প্রতি বছর প্রায় ১৮ লাখ মানুষ মারা যায় এই ক্যান্সারে। ফুসফুসের ক্যান্সারে টিউমার ছড়িয়ে পড়া রোগীদের বাঁচার হার একেবারেই কম।
গবেষকরা পরীক্ষামূলকভাবে যে টিকা দিচ্ছেন, সেটি ক্যান্সার কোষকে আক্রমণ করে হত্যা করে–তারপর ওই ক্যান্সার কোষের ফিরে আসাও প্রতিরোধ করে।
বিএনটি১১৬ নামের এই টিকা বানিয়েছে বায়োএনটেক। নন-স্মল সেল লাং ক্যান্সারের (এনএসসিএলসি) চিকিৎসার জন্য এই টিকা বানানো হয়েছে।
ফুসফুসের এই ধরনের ক্যান্সারেই সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়। বিএনটি১১৬-এর ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রথম ধাপে সাতটি দেশের–যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, স্পেন ও তুরস্ক–রোগীকে টিকা দেওয়া হচ্ছে।
ক্যান্সারের প্রথম ধাপ থেকে সার্জারি বা রেডিওথেরাপি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ১৩০ জন রোগীকে ইমিউনোথেরাপির সঙ্গে এই টিকা দেওয়া হবে।
এ টিকা কোভিড টিকার মতোই বার্তাবাহক আরএনএ (এমআরএনএ) ব্যবহার করে। এই টিকায় এনএসসিএলসি-তে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট মার্কারের তথ্য থাকে। প্রয়োগ করার পর টিকাটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এই ক্যান্সার মার্কারগুলো চিনতে শেখায়। এতে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এসব মার্কারযুক্ত ক্যান্সার কোষ খুঁজে বের করে এদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।
এ টিকার লক্ষ্য, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও ভালোমতো লড়াইয়ে সক্ষম করে তোলা।

ভারী বৃষ্টিতে ডুবে গেছে সৌদির রাস্তাঘাট, মক্কায় সতর্কতা জারি

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এতে অনেক রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে যানবাহন চলাচল। রাস্তার অনেক স্থানে গাড়ি ডুবে রয়েছে। এর মধ্যে দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা পরিষেবা মক্কাতে আরো ভারী বৃষ্টপাতের সকর্তকতা জারি করেছে। খবর গালফ নিউজ
ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সৌদি আরবের বেশি কিছু অঞ্চলে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে তায়েফ, আরদিয়াত, আদম, বনি ইয়াজিদ এবং মেসান অঞ্চল।
দেশটির জাতীয় আবহাওয়া দফতর থেকে জারিকৃত এক পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতেরও সংকেত দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মক্কার নিজরান, জিঝান, আসির, আল বাহাতে বজ্রপাতের পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, গতকাল শুক্রবার বিকেল থেকে জিঝান, আসির, আল বাহা, মক্কা এবং মদিনাতে মেঘের উপস্থিতি বাড়তে দেখা গেছে। এছাড়া জিঝান এবং আসিরে ব্যাপক বজ্রপাতের ঘটনাও ঘটে। অনেক স্থানে ভারী বৃষ্টির কারণে বন্যা দেখা দিয়েছে।

রোহিঙ্গাদের ওপর ফের নৃশংসতার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা জাতিসংঘের

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নাফ নদীতে গত ৫ আগস্ট সবচেয়ে মারাত্মক সশস্ত্র ড্রোন হামলায় অনেক লোক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে কারা এই হামলার জন্য দায়ী তা এখনও স্পষ্ট নয়। মায়ানমার পরিস্থিতির তীব্র অবনতি এবং রাখাইন রাজ্যে চলমান সংঘাতের মধ্যে পালানোর সময় কয়েকশ' বেসামরিক লোক নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক সংস্থা 'ইউএনএইচআর' এর প্রধান ভলকার টার্ক। শুক্রবার (২৩ আগস্ট) মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে এই উদ্বেগ প্রকাশ করেন টার্ক। তিনি বলেন, 'এই নৃশংসতা একটি দ্ব্যর্থহীন প্রতিক্রিয়া দাবি করে- দায়ীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে এবং ন্যায়বিচার অবশ্যই নিরলসভাবে নিশ্চিত করতে হবে।'
জেনেভা থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে টার্ক বলেন, নৈতিক দায়িত্ব এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা হিসেবে অতীতের অপরাধ ও ভয়াবহতার পুনরাবৃত্তিকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে।
তিনি উল্লেখ করেন, 'রোহিঙ্গা ও এই নিষ্ঠুর সংঘাতের শিকার অন্যান্য বেসামরিক নাগরিকদের রক্ষায় এগিয়ে এসে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা আসিয়ান ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব।'
গত চার মাসে বুথিডং ও মংডু শহর সেনাবাহিনীর কাছ থেকে দখল নিতে আরাকান আর্মির বড় ধরনের অভিযানে হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে গেছে, যাদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নাফ নদীতে সবচেয়ে মারাত্মক সশস্ত্র ড্রোন হামলায় অনেক লোক নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে কারা এই হামলার জন্য দায়ী তা

এখনও স্পষ্ট নয়। টার্ক বলেন, 'হাজার হাজার রোহিঙ্গা পায়ে হেঁটে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। আরাকান আর্মি তাদের বারবার এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তাদের আশ্রয় গ্রহণ খুবই কম নিরাপদ।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সীমান্ত পারাপার বন্ধ থাকায় রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যরা সামরিক বাহিনী ও তাদের মিত্র এবং আরাকান আর্মির মাঝে আটকা পড়ছে, তাদের নিরাপদ কোনো পথ নেই।' জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান বলেন, বারবার সতর্ক করা এবং ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান সত্ত্বেও চলমান সহিংসতা বিদ্যমান দায়মুক্তির বোধ এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অব্যাহত চ্যালেঞ্জকে তুলে ধরে।
টার্ক বলেন, 'চলতি মাসে মায়ানমারে সামরিক অভিযানের সাত বছর পূর্ণ হলো। ওই অভিযানে সীমান্ত পেরিয়ে ৭ লাখ মানুষ বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। বিশ্ব 'আর পুনরাবৃত্তি নয়' বলা সত্ত্বেও আমরা আবারও রাখাইনে হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও বাস্তুচ্যুতি প্রত্যক্ষ করছি। সশস্ত্র সংঘাতের পক্ষগুলো রোহিঙ্গা ও অন্যদের বিরুদ্ধে হামলার দায় অস্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে। তারা এমন আচরণ করছে যেন তাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। এটি বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়েছে।'
জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যালয়ের নথিভুক্ত তথ্য অনুসারে, সেনাবাহিনী এবং আরাকান আর্মি এখন রাখাইনের বেশিরভাগ জনপদ নিয়ন্ত্রণ করে। উভয়ই রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড- কিছু শিরশ্ছেদ, অপহরণ, জোরপূর্বক নিয়োগ, ড্রোন এবং আর্টিলারি ব্যবহার করে শহর ও গ্রামে নির্বিচারে বোমা হামলা এবং অগ্নিসংযোগসহ গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নির্যাতন করছে। এ ধরনের হামলা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে সব পক্ষের বাধ্যবাধকতা এবং রোহিঙ্গাদের আরও ক্ষতির ঝুঁকি থেকে রক্ষায় আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশের অস্থায়ী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।
বিশ্বাসযোগ্য সূত্রগুলোর মতে, সংঘাত-সম্পর্কিত আঘাতের জন্য সহায়তা চাওয়া রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বাড়ছে- যাদের প্রায় অর্ধেকই শিশু। এছাড়া ডায়রিয়ায়, বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং জীবনযাত্রার অপ্রতুলতার কারণেও মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
বেসামরিক নাগরিকদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় রসদ রাখা খাদ্যগুদামগুলোতে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।
সহিংসতার কারণে বুথিডং এবং মংডু হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক টেলিযোগাযোগ বন্ধের কারণে এরইমধ্যে বিপর্যয়কর মানবিক সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।
টার্ক বলেন, 'রাখাইনে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটছে তার জন্য সেনাবাহিনী ও আরাকান আর্মি উভয়ই সরাসরি দায়ী।'
তিনি বলেন, 'উভয় পক্ষকে অবিলম্বে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা বন্ধ করতে হবে। সংঘাত থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের রক্ষা করতে হবে। তাদের জীবন রক্ষাকারী মানবিক সহায়তা পাওয়ার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।'

নারীদের মুখ ঢাকা, পুরুষদের দাড়ি রাখা নিয়ে নতুন আফগান আইন

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানের আইন অনুযায়ী, এখন থেকে দেশটিতে নারীদের মুখ ঢেকে চলতে হবে, পুরুষদের দাড়ি রাখতে হবে, গাড়ি চালানোর সময় বাজানো যাবে না গান, বাদ দেওয়া যাবে না নামাজ আদায় ও রোজা পালন। এসব নিয়মসহ নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক একগুচ্ছ নিয়মকানুন গত সপ্তাহে আইন হিসেবে নথিভুক্ত ও কার্যকর করা শুরু করেছে দেশটির তালেবান সরকার। দেশটির বিচারবিষয়ক মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে।
বিচারবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বরকতুল্লাহ রাসোলি জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হায়বাতুল্লাহ আখুন্দজাদার অনুমোদনের পর ৩৫টি ধারার নৈতিকতা আইনটি গত বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর ও প্রকাশ করা হয়েছে। দেশটির শরিয়া আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নৈতিকতাবিষয়ক মন্ত্রণালয় এসব নিয়মকানুন কার্যকর করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এর আগে ২০২২ সালে তালেবানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার জারি করা এক ডিক্রিতে এসব নিয়মকানুনের কথা জানানো হয়েছিল। এখন সেটাই আইনে রূপ দেওয়া হয়েছে।
দেশটির নৈতিকতাবিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আগেও একই ধরনের নৈতিকতার নিয়ম প্রয়োগ করেছে। এসব নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে হাজার হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে। তবে নতুন আইন প্রকাশের পর এসব নিয়ম আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকে নারীদের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ এবং তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা হ্রাস করে। এ কারণে মানবাধিকার সংগঠন এবং বহু বিদেশি সরকার তালেবানের কড়া সমালোচনা করে আসছে। দেশটির রাজধানী কাবুলের ৩৭ বছর বয়সী হালিমা নামের এক গৃহবধূ বলেন, 'দিনের পর দিন তালেবান সমাজ থেকে নারীদের মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা তালেবানকে নতুন আইন ও বিধি-নিষেধ তৈরি করতে উৎসাহিত করছে।'
আফগানিস্তানের বিচারবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইনটিতে নারীদের শরীর ও মুখ পুরোপুরি ঢেকে রাখার মতো পোশাক পরিধানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং পুরুষদের দাড়ি কামানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি নামাজ ও রোজা পালন না করার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির মধ্যে রয়েছে পরামর্শ, আল্লাহর শাস্তির হুঁশিয়ারি, মৌখিক হুমকি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, কারাগারে এক ঘণ্টা থেকে তিন দিন পর্যন্ত আটক রাখা এবং প্রয়োজনীয় যেকোনো শাস্তি।
এসব পদক্ষেপে একজন ব্যক্তির আচরণ সংশোধন না হলে, তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হবে।

মালিতে বন্যায় ৩০ জনের প্রাণহানি: জরুরি অবস্থা ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: মালিতে কয়েক সপ্তাহের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যায় ৩০ জনের প্রাণহানির পর সরকার শুক্রবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। জুন থেকে দেশটিতে বন্যা শুরু হয়েছে। দেশব্যাপী প্রায় ৭ হাজার ৭৭টি পরিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ৪৭ হাজার ৩৭৪ জন বাস্তুচ্যুত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
শুক্রবার মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকের পর সরকার এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে।
রাজধানী বামাকোতে, প্রায় ৫৬৩ পরিবার এবং ৪ হাজার ৬৩৯ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাঁচজন মারা গেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলটি ছিল উত্তরের গাও অঞ্চল। সেখানে ৯ হাজার ৯৩৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ছয়জন মারা গেছে। পুরো সাহেল জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। বন্যায় প্রতিবেশী নাইজারে ২১৭ জন এবং চাদে কয়েক ডজন লোক মারা গেছে।
মালির মন্ত্রিসভা প্রয়োজনীয় খাবার মজুত করতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সহায়তা করার জন্য ৪ বিলিয়ন সিএফএ ফ্রাঙ্ক (৭ মিলিয়ন ডলার) বরাদ্দ করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবার মানব মস্তিষ্কেও মিলল ক্ষতিকর মাইক্রোপ্লাস্টিক

আপনজন ডেস্ক: প্লাস্টিকের অতিক্ষুদ্র কণা তথা মাইক্রোপ্লাস্টিক যে মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল অঙ্গেও প্রবেশ করছে, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মিলছে। মানব ফুসফুস, প্লাসেন্টা, জননাঙ্গ, লিভার, কিডনি, হাঁটু ও কনুইয়ের জয়েন্ট, রক্তনালি ও অস্থিমজ্জায় (বোন ম্যারো) অতিক্ষুদ্র এই কণার উপস্থিতি মিলেছে বিভিন্ন গবেষণায়। তুরস্কের চুকুরোভা ইউনিভার্সিটির মাইক্রোপ্লাস্টিক গবেষক সেদাত গুনদগদু বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলাকে 'বৈশ্বিক জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করা গুরুত্বপূর্ণ।'
৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসবিশিষ্ট প্লাস্টিককে মাইক্রোপ্লাস্টিক বলা হয়। মানুষের শরীরে প্রতিনিয়ত এই অতিক্ষুদ্র কণার পরিমাণ বাড়ছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় মস্তিষ্কের নমুনাতেও আশঙ্কাজনক পরিমাণে মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। ন্যাশনাল ইন্সটিটিউটস অভ হেলথ কর্তৃক অনলাইনে প্রকাশিত গবেষণাটির ফলাফল এখনও রিভিউ করা হচ্ছে। ময়নাতদন্ত করা মানবদেহের লিভার, কিডনি ও মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে সবগুলোতেই মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি মিলেছে। তবে ৯১টি মস্তিষ্কের নমুনায় অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে গড়ে ১০ থেকে ২০ গুণ বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে।
এ ফল দেখে বিজ্ঞানীরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেছেন বলে জানান গবেষণার নেতৃত্ব দেওয়া বিজ্ঞানী ম্যাথিউ ক্যাম্পেন। গবেষকরা দেখেন, ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে সংগ্রহ করা ২৪টি মস্তিষ্কের নমুনায় ওজনের ০.৫ শতাংশ প্লাস্টিক রয়েছে। ক্যাম্পেন বলেন, 'বিষয়টি রীতিমতো আতঙ্কজনক। আমার কল্পনার চেয়েও বেশি প্লাস্টিক রয়েছে আমাদের মস্তিষ্কে।'
তাদের গবেষণায় বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা টিস্যুগুলোর মধ্যে মস্তিষ্কেই সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে। ওই গবেষণায় আলঝেইমারসসহ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ১২ জনের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, এসব মস্তিষ্কে সুস্থ মস্তিষ্কের নমুনার চেয়ে ১০ গুণ বেশি প্লাস্টিক দূষণ হয়েছে।
ক্যাম্পেনদের গবেষণায় আরো দেখা গেছে, ২০১৬ সালে মস্তিষ্কে যে পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে, ২০২৪ সালে পাওয়া গেছে তারচেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ মানব মস্তিষ্কে মাইক্রোপ্লাস্টিকের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৫ মি.

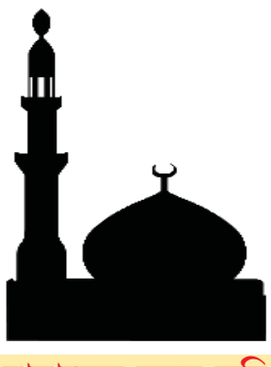

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৪	৫.১৭
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.১০	
মাগরিব	৬.০৫	
এশা	৭.১৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

চিনে ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় ১১ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: চীনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ লিয়াওনিংয়ে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অন্তত ১৪ জন।
শুক্রবার (২৩ আগস্ট) এই ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন চ্যানেল সিসিটিভি।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃষ্টিপাত বেশি হয়েছে প্রদেশের জিয়ানচ্যাং জেলা, সুইঝোং জেলা এবং হুলুদাও শহরে। যারা নিহত এবং নিখোঁজ হয়েছেন, তারাও এই তিন এলাকার।

জার্মানিতে ছুরিকাঘাতে নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির জোলিঙ্গেন শহরের একটি উৎসব অনুষ্ঠানে ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তের এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো চার জন। তাদের অবস্থা গুরুতর। শুক্রবার (২৩ আগস্ট) স্থানীয় সময় রাত পৌনে ১০টার দিকে পশ্চিমাঞ্চলের শহরটিতে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
খবর: বিবিসি বিবিসি প্রতিবেদনে বলা হয়, জোলিঙ্গেন শহরের ৬৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন সেখানকার বাসিন্দারা। অনুষ্ঠানটি শুক্রবার শুরু হয়ে রোববার শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এরই মধ্যে এমন ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটলো। জার্মান সংবাদমাধ্যম বিল্ডের খবরে বলা হয়েছে, উৎসবে উপস্থিত লোকজনের ওপর একজন হামলাকারী এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। হামলাকারীকে আটক করা যায়নি বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।
এ ঘটনার পর পুলিশ হামলাকারীকে ধরতে ৪০টি কৌশলগত গাড়ি মোতায়েন করেছে। গাড়িগুলো স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত। এছাড়া ঐ এলাকার রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ঘরের মধ্যেই অবস্থান করতে বলা হয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক ফিলিপ মুলার বলেন, জরুরি উদ্ধারকর্মীরা হামলার শিকার নয় জনকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

নেপালে পর্যটকবাহী বাস নদীতে, নিহত বেড়ে ৪১

আপনজন ডেস্ক: নেপালের মধ্যাঞ্চলীয় তানাহুন জেলায় ভারতীয় পর্যটকবাহী একটি বাস নদীতে পড়ার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪১ জনে দাঁড়িয়েছে। হতাহতের বেশির ভাগই ভারতের মহরাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার বাসিন্দা।
শুক্রবার (২৩ আগস্ট) আয়নাপাহারা এলাকার মারস্যাংদি নদীতে ৪৩ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি পড়ে যায়।
মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গিরিশ মহাজন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, নেপাল নদীতে পড়ে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। আমরা দিল্লির দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি।
নেপালের সেনাবাহিনী ১২ জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছে।
সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, বাসটি নেপালের পোখরা থেকে রাজধানী কাঠমাণ্ডু যাচ্ছিল। সে সময় তানাহুন জেলার মারস্যাংদি নদীতে পড়ে যায় সেটি।
মহাজন বলেন, বাসটিতে ঠিক কত জন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ছিলেন, কত জনের মৃত্যু হয়েছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান তাদের হাতে আসেনি। তবে বেশিরভাগ যাত্রীই মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের বাসিন্দা। আমাদের কাছে সঠিক পরিসংখ্যান নেই। আরো ১৬-১৮ জন থাকলে তাদের মধ্যে হতাহত থাকতে পারে। আমরা জেলা প্রশাসন এবং সেনাবাহিনীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখছি এবং আমি মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও কথা বলেছি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৩০ সংখ্যা, ৯ ভাদ্র ১৪৩১, ১৯ সফর, ১৪৪৬ হিজরি

সংঘাতময় পৃথিবী

সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতেই অনেক সময় দাবানলের সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে ছোট্ট সংঘাত হইতে বড় ধরনের সংঘাত-সংঘর্ষ বা যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইতে পারে। একবিংশ শতাব্দীতে আসিয়া আমরা আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ কয়েকটি ভয়াবহ যুদ্ধ লক্ষ করিয়াছি। এখনো ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে অস্থির ও তটস্থ করিয়া রাখিয়াছে। ফিলিস্তিনের গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া ইরান, লেবানন ও ইয়েমেন অশান্ত। একদিকে ইরানের মাটিতে হামাসের শীর্ষনেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ড, ইসরাইলের হামলায় হামাস ও লেবাননকেন্দ্রিক হেজবুল্লাহর কয়েক জন কমান্ডারের মৃত্যু সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইউক্রেন সেনাবাহিনী ১ হাজার বর্গকিলোমিটারেরও অধিক আয়তনের এলাকা দখল করিয়া লইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে, যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বে বড় ধরনের অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে।

ইরানের নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি ইসরাইলকে সহসা ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মনে হয় না। আশঙ্কা করা হইতেছে, এইবার কোনো প্রকার ঘোষণা না দিয়াই ইরান ইসরাইলে হামলা চালাইতে পারে। ঐদিকে ইসরাইলকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশ প্রস্তুত। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজ এখন অবস্থান করিতেছে লোহিতসাগরে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বে বাইডেন প্রশাসনের জন্য সুবিধাজনক হইল সিজফায়ার বা যুদ্ধবিরতি: কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হামাস নূতন করিয়া আলোচনার টেবিলে না আসায় সর্বাত্মক যুদ্ধের আশঙ্কাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ইহা ছাড়া রাশিয়ার পার্লামেন্টের এমপি মিখাইল শেরেমেতের মতে, বেসামরিক অবকাঠামোর উপর পশ্চিমা সামরিক সাজসরঞ্জাম, পশ্চিমা গোলাবারুদ ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলায় বিদেশিদের অংশগ্রহণের অকাট্য প্রমাণ দেখিয়া যে কেহ এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে পারে যে, বিশ্ব তৃতীয় যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে। তিনি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন, ন্যাটো দেশগুলো ইউক্রেনের এই আগ্রাসন পরিকল্পনায় সবুজ সংকেত দিয়াছে।

আমরা জানি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চাইতে বহুলাংশে ধ্বংসাত্মক ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ইতিমধ্যে সাত দশকেরও অধিক সময় অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও সেই মরণযজ্ঞের ছাপ রহিয়া গিয়াছে পৃথিবীর আনাচকানাচে। এখনও সেই মহাযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রহিয়াছে সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া। প্রায় ৬০ মিলিয়নের উপর মানুষ মারা যায় এই মহাযুদ্ধে, যাহা তখনকার বিশ্ব জনসংখ্যার ছিল ৩ শতাংশ। এখন যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তাহা হইলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পূর্বের তুলনায় উন্নতমানের মারণাস্ত্র, ড্রোন হামলা প্রভৃতি কারণে ক্ষয়ক্ষতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও যে ছাড়াইয়া যাইবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। উল্লেখ্য, পূর্ব এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জাপান ১৯৩৭ সালে প্রজাতন্ত্রী চীনে আক্রমণ করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। ইহার জের ধরিয়া ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবেই শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এখন বিশ্বের উদ্বেগজনক ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়া আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দামামা কি আমরা শুনিতে পাই না? লিগ অব নেশনসের ন্যায় জাতিসংঘও এখন একটি ঠুটো জগন্নাথে পরিণত হয় নাই কি? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালি ও জার্মানি এই সুযোগই গ্রহণ করিয়াছিল। আজও কি রাশিয়া ও ইসরাইল জাতিসংঘ ও বিশ্বমতামত কিংবা আন্তর্জাতিক রীতিনীতিকে গ্রাহ্য করিতেছে? আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার কি কোনো সমাধান হইয়াছে? পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি কি বন্ধ হইয়াছে? বরং এই পৃথিবী যে কোনো সময়ের চাইতে আজ বহুধা বিভক্ত, বহু মেরুকরণে আরো বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। তাই আজ শান্তির লোলিত বাণী শুনাইতেছে ব্যর্থ পরিহাস!

এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে আজ চারিদিকে বিরাজ করিতেছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। গণহত্যা চলিতেছে দেশে দেশে। ঘটিতেছে লক্ষ লক্ষ বনি আদমের বাস্তুচ্যুতির ঘটনা। ইহারই মধ্যে শোনা যাইতেছে ফ্যাসিবাদী শাসকদের অট্টহাসি। ইসরাইল-হামাস, রাশিয়া ও ন্যাটো, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে বর্তমানে যে উত্তেজনা চলিতেছে, তাহার সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া হিসাবেই প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের। তাই বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সতর্ক হইতে হইবে সর্বান্তঃকরণে।

আন্দোলনের মশালের নাম আরজি কর: উই ওয়ান্ট জাস্টিস

এই বাংলায় পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, ধূপগুড়ি, কাকদ্বীপ, মধ্যমগ্রাম, সুনিয়া, হাঁসখালি প্রমুখের ধর্ষণ কান্ডে দোষীরা আজও সাজা পান নি। অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে দিনের আলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটার পর একটা ধর্ষণ কান্ডে দোষীদের সাজা না হওয়াতে এ রাজ্যের দুর্বৃত্তদের ধর্ষণে সাহস জুগিয়েছে বললে হয়তো খুব একটা ভুল বলা হবে না। লিখেছেন সনাতন পাল..

এই বাংলায় পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, ধূপগুড়ি, কাকদ্বীপ, মধ্যমগ্রাম, সুনিয়া, হাঁসখালি প্রমুখের ধর্ষণ কান্ডে দোষীরা আজও সাজা পাননি। অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে দিনের আলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটার পর একটা ধর্ষণ কান্ডে দোষীদের সাজা না হওয়াতে এ রাজ্যের দুর্বৃত্তদের ধর্ষণে সাহস জুগিয়েছে বললে হয়তো খুব একটা ভুল বলা হবে না।

বিগত দিনে ধর্ষণ কান্ডে সরকারের শীর্ষ স্তর থেকে মিডিয়ার সামনে যে ভাবে সাজানো ঘটনা, ছোট ঘটনার তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে, তাতে ধর্ষকরা যে উৎসাহিত হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্ষকদের কঠোরতম শাস্তির বন্দোবস্ত করার দিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে ধর্ষিতাকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা বলায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শাসক পক্ষের কেউ একথা বলতেই পারেন,"সরকার কি তাহলে ধর্ষণ করতে বলেছে নাকি?"অবশ্যই তা নয়। কোনো সরকারই সেটা বলে না। কিন্তু ঘটনা ঘটার পরে দোষীদের অপরাধ করার সপক্ষে তথ্য এবং প্রমাণ সহ আইনের দরজায় হাজির করার ব্যবস্থা পুলিশ প্রশাসনকেই করতে হয় এবং সরকারি উকিলকেই দোষীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে আদালতে সাওয়াল জবাব করতে হবে। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মামলাতেই দেখি সরকারি উকিলের যুক্তি আদালতে টেকে না।

মোটামোটি এর চারটে কারণ হতে পারে - হয় পুলিশ দোষীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ জোগাড় করতে পারেন না- না হয় সরকারি উকিল কোনো অজ্ঞাত কারণে নিজে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। নইলে তদন্তের নাম করে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার পরিবর্তে লোপাট করার বন্দোবস্ত করা হয়। অথবা সরকারি উকিল এবং তদন্তকারীদের মেধার অভাব। সঠিক কারণটা সরকার বলতে পারবে।

ধর্ষণের বিভিন্ন কেস হিস্ট্রি পর্যালোচনা করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কেস ডায়রিতে যে সকল আসামীর নাম থাকে- চার্জ সটে কখনও কখনও কোনো কোনো আসামীর নাম বাদ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে পুলিশ তাহলে প্রথমে কেস ডায়রিতে যাদের নাম রেখেছিল সেখানে নির্দোষের নাম ঢুকলো কেন? নাকি কাউকে রাজনৈতিক অভিসন্ধি? যেমন কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে আইনের জালে ফাঁসানো অপরাধ, তেমনি দোষীদের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য প্রমাণ হাজির না করাটাও পুলিশ প্রশাসনের বিশাল ব্যর্থতা। এ যাবৎ কাল পুলিশ প্রশাসন এবং সরকারি উকিল দের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ শোনা গেছে, তা কতখানি সত্য আর কতখানি মিথ্যা, আশা করি ভুক্তভুগীদের অভিজ্ঞতায় সেটা রয়েছে। তবে অনেকেই বলেন এই নাম যুক্ত হওয়া এবং বাদ পড়া অনেক সময় নাকি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে ঘটে থাকে। সরকার কে কঠোর ভাবে দেখতে হবে এই সমস্ত মামলাতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কোনো প্রভাব স্পর্শ করতে যাতে না পারে। এই রাজ ধর্ম কোন যদি কোনো সরকার পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই সরকার থাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নৈতিক প্রশ্ন উঠবেই।

তপন দত্ত, বরুণ বিশ্বাস, সাইফুদ্দিন মোল্লা, সাগর ঘোষ, সুদীপ্ত গুপ্ত, কাজী নাসিরুদ্দিন শেখ, রিয়াজুল মোল্লা, সুশান্ত হালদার, আশমিরা বেগম, কৌশিক পুরকাইত, নরোত্তম মণ্ডল, মইদুল ইসলাম মিদ্যা, তাপস চৌধুরী, সৌরভ চৌধুরী, মফিজুল ইসলাম, আলমগীর মোল্লা, আনিস খান প্রমুখ খুনে ন্যায় বিচার আজ পর্যন্ত হয়নি- কারও সাজা হয়নি।

অনেকের অভিযোগ এতদিন নাকি শাসকের চোখ রাঙানিতে সব ধামাচাপা পড়েছে।

তাই আর.জি করের ঘটনায় তিলোত্তমার খুন কে আত্মহত্যার নাম করে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেই চিকিৎসক সমাজ সহ সারা রাজ্যের মানুষ রণহুঙ্কার দিয়ে পথে নেমেছেন। প্রথম থেকেই ঘটনা প্রবাহ দেখে সাধারণ মানুষের মনে হয়েছে একদিকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন- অপরাধীর ফাঁসি চাই, অপর দিকে সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে সন্দীপ ঘোষ সহ কলকাতা পুলিশের কর্তারা কেউ কেউ এক যোগে কাজ করছেন বলে অভিযোগ। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে যখন সত্য গোপনকরার অভিযোগ উঠছে, তখন তাকে লাল বাজার জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করে নি। বরং উল্টে তারা যেকে পাঠাচ্ছেন প্রতিবাদীদের।

কেন রাতারাতি হাসপাতাল ক্রাইম স্পটকে ভেঙে তড়িঘড়ি করে রিপিয়ারিং করা হল? রাজ্যে বিগত দিনে কোনো উন্নয়ন মূলক কাজ এমন দ্রুত গতিতে হয়নি। তাহলে আর. জি করে এই রকম একটা খুনের ঘটনা ঘটার পরেও কেন রিপিয়ারিং এর কাজ এত দ্রুত করা হল? স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে প্রমাণ লোপাটের জন্যই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই অতি সক্রিয়তা? আবার লাশকে দাহ করতেই বা পুলিশ এতো সক্রিয় কেন তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে গেছে? অপর দিকে আইনে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সূর্যাস্তের পরে ময়না তদন্ত করা হল কেন তা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সন্দীপ ঘোষ এবং কলকাতা পুলিশের সিপি কে খোলসা করে বলা উচিত। কিন্তু মামলা সিবিআইকে দেবার পরেও তা নিয়ে তেমন অগ্রগতি দেখা যায়নি। ফলে এই মামলায় প্রকৃত আরও কারা জড়িদ তা নিয়ে এখনও কোনও ইঙ্গিত মিলছে না। কিন্তু বাংলার মানুষ এবারটা কোনো যদি, কিন্তু, হয়তো, নতুবা, এসব শুনতেই চাইছেন না। তাই তো এই বার আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় সারা রাজ্যের মানুষ পথে নেমেছেন। প্রতিবাদে-ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। বাংলা সহ সারাদেশ উত্তাল। এমন কি প্রতিবাদের ঢেউ বিদেশের মাটিতেও আছড়ে পড়েছে। সবাই বলছেন, "উই ওয়ান্ট জাস্টিস"। কিন্তু এখনও পর্যন্ত জাস্টিস পাওয়ার ধারে কাছে গিয়েছে বলে ঘটনা প্রবাহ দেখে মনে হচ্ছে না। বাংলার মানুষ বিগত দিনের মত, "বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে"বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে একদম রাজি নন। সবাই বিচার চাইছেন। সকলে সুপ্রিম কোর্টের কাছে প্রার্থণা করে বলছেন "এবার টা যাতে তারিখ পে তারিখ না হয়। প্রকৃত দোষী যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়"। বাবরি মসজিদ মামলার রায় দানকারী বিচারপতির পরে সাংসদ হবার দিন থেকেই আদালতের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভিত কিছুটা হলেও দূর্বল হয়েছে। এই দুর্বলতা কাটাতে পারে একমাত্র আদালতই।

আন্দোলনের তীব্রতা আরও বেড়েছে কারণ অনেকের ছেলে মেয়েরা বাইরে পড়ে। আবার ঘটনাটি ঘটেছে কর্তব্যরত একজন চিকিৎসক তরুণীর সাথে। অপর দিকে ঘটনার নৃশংসতা মানুষের বুকের ভেতরটা কাঁপিয়ে দিয়েছে। দেশবাসী মৃতাকে নিজেদের সন্তানের জায়গায় রেখে অনেকেই আন্তরিক ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ এমন থাকতেই পারেন, যিনি হয়তো ভেবেছেন আন্দোলনে নামাটা নাগরিক হিসাবে তাঁর নৈতিক দায়িত্ব। তবে কেউ নিজেকে সফেদ প্রমাণ করতে বা প্রতিবাদী সাজাতে আন্দোলনে নেমেছেন বলে মনে করা উচিত নয়। কারণ প্রতিবাদী হওয়া অনেক কঠিন কাজ এবং এই জন্য দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষ করতে হয়। তাই এই সস্তা মানসিকতা নিয়ে কেউ আন্দোলনে নেমেছেন বলে মনে হয় না। তবে সোস্যাল মিডিয়া মানুষকে দ্রুত সংগঠিত করেছে।

দুই সপ্তাহ হয়ে গেল এখনও প্রকৃতি দোষী ধরা পড়ল না। তদন্তকারী সংস্থার দায়িত্ব ভার বদল হয়েছে। কোর্ট বদল হয়েছে। সবাই সুপ্রিম কোর্টের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। দেশের মানুষ নজর রাখছেন- সি বি আই কি করে! বিগত দিনের মামলা গুলির মত ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কি না। আন্দোলনের ঝাঁঝ দেখে মনে হচ্ছে কোনো সেটিং এবং সুবিচার না পাবার কথা রাজ্য তথা দেশবাসী শুনবেন না। ন্যায় বিচার না পেলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

বর্তমানে সন্দীপ ঘোষের কার্যক্রম এবং তার প্রতি রাজ্য সরকারের দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ একে অপরের যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি দিচ্ছেন। মানুষকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। এই বিতর্কের নিরসন করতে পারেন সরকারের প্রধান নিজেই। প্রশ্ন যখন এসেছে, তখন সৎ সাহস থাকলে তাঁরই মিডিয়ার সামনে বলে দেওয়া উচিত যে, সন্দীপ ঘোষের উপরে রাজ্য সরকারের এত দুর্বলতা কেন? আর সন্দীপ ঘোষই বা এটা কেন আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন, তা নিয়েই প্রশ্ন থেকে গেছে। তবে রাজ্যের তরফে কপিল সিব্বাল সহ অতোগুলি আইনজীবীকে রাজ্য সরকারের তরফে সুপ্রিম কোর্টে দাঁড় করানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন দোষীর ফাঁসি হোক। তাই তা নিশ্চিত করতে এমন জাঁদরেল আইনজীবীদের দাঁড় করানোয়প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সরকার যখন চাইছে ফাঁসী হোক তাহলেও কি বিপুল অর্থ নিয়ে এমন আইনজীবীদের দাঁড় করানোর যৌক্তিকতা রয়েছে। তবে, এটাও হতে পারে, ফাঁসির দাবিকে জোরদার করতে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী হয়ত হালকা চালে নিতে চাইছেন না। অনেকে প্রশ্ন তুলছে সরকার বদল বা মুখ্যমন্ত্রী বদলের। তা হলেই কি সমস্যা আশু সমাধান হবে? হয়তো খানিকটা কার্যক্রমের বদল ঘটবে, মানুষ কিছুটা সস্তিও পেতে পারেন। কিন্তু সমস্যার বীজ সমাজের মধ্যে থেকেই যাবে। যেখান থেকে আবার এ ধরণের অপরাধের চারা গাছ জন্মাবে। তাই সমাজকে গোড়া থেকে এসব ধরণের অপরাধ মুক্ত করতে পারিবারিক শিক্ষা যেমন ভীষণ জরুরি, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সামাজিক ক্ষেত্র গুলিতে ন্যায় শিক্ষা এবং নীতি শিক্ষার চর্চা থাকা জরুরি। এই শিক্ষা শুধু পুঁথিগত নয়। এমন ভাবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা তৈরি করা দরকার যাতে করে শৈশব থেকেই সকলের ভেতরে সত্য, ন্যায়, নীতি, আদর্শের পথ ধরে চলার জন্য আপনা আপনিই মানসিক স্থিতি তৈরি হয়। যদি ছিদ্র থাকে এবং সেই ছিদ্র দিয়ে কোনো অপরাধ ঘটলে সরকারকে দ্রুত কড়া হাতে দমন করতে হবে এবং অপরাধী যেন শাস্তি পায় সরকারের প্রতিটা স্তর কে সে বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে।

আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজের ঘটনায় সারা বাংলায় যে আওয়াজ উঠেছে "উই ওয়ান্ট জাস্টিস", "সবার একটাই স্বর আর.জি. কর"। এই আওয়াজের মধ্যে শুধু আর.জি. কর নেই- লুকিয়ে আছে সেই দাবী, আগামী দিনে নারী সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতেই হবে। নইলে নারী শক্তি রাজার চেয়ারের পা ধরে এমন ভাবে মারবে টান- রাজা হবে খান খান।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

মায়ানমারে চিনের ভূরাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা

বৈশালী বসু শর্মা

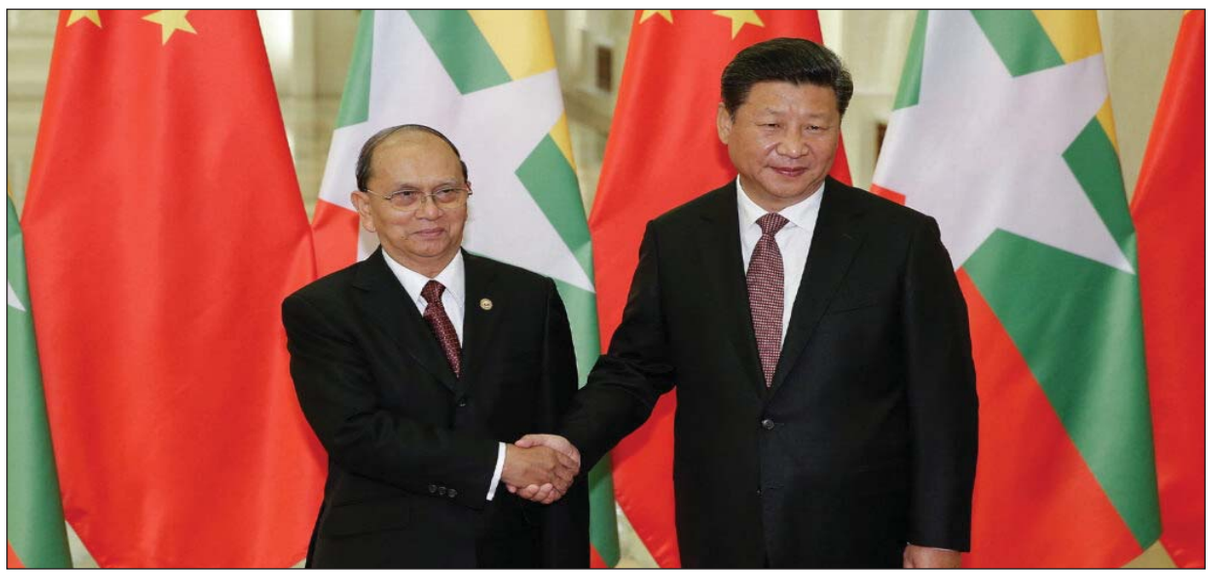

মায়ানমারের সম্ভাব্য নির্বাচন চীনকে দেশটিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক বাড়াতে উৎসাহিত করছে। এই পদক্ষেপ ওই অঞ্চলে চীনের প্রভাব বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি কৌশলগত প্রচেষ্টা। শাসক দল ও বিরোধী দলগুলোকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়ে, চীন নিজেকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারী ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত বন্ধু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে। যাহোক এই মুখোশের আড়ালে চীনের একটি কৌশলগত অ্যাজেন্ডা রয়েছে। মায়ানমারের সব পক্ষের কাছে চীন আরও আস্থা অর্জন করতে চায়। মায়ানমারে আরও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, অবকাঠামো প্রকল্প ও বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগে (বিআরআই) বিনিয়োগ বাড়াতে চায়।

চীন সম্প্রতি মায়ানমারে সাবেক প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন এবং বর্তমান জান্তা সরকারের উপপ্রধান জেনারেল সো উইনসহ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই সফরের পেছনে বড় কী তাৎপর্য ও চীনের উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে নানা জল্পনা ও গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। থেইন সেইনকে অভ্যর্থনা জানান চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনাটি হয়েছে, তাতে মায়ানমারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে চীনের ভূমিকাবিষয়ক জল্পনাকে উসকে দিয়েছে।

সরকারিভাবে থেইন সেইনের এই সফর ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের পাঁচ মূলনীতি ঘোষণার ৭০ বছর স্মরণ উপলক্ষে। যাহোক এই সফর চীনের জন্য মায়ানমারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে থেইন সেইনের মতামত শোনার এবং রাজনীতিতে তার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দিয়েছে।

জেনারেল সো উইনের ছিনডাউ সফরটি চীনের পরবর্তী কৌশলগত সম্পৃক্ততার বিষয়টিকেই সামনে আনে। সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) আয়োজিত গ্রিন ডেভেলপমেন্ট ফোরামে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সো উইনের সঙ্গে আলোচনায় মায়ানমারে চীনের বিনিয়োগের নিরাপত্তা, সীমান্তের স্থিতিশীলতা এবং একটি প্রস্তাবিত নির্বাচন যা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও চীনের বিনিয়োগ সুরক্ষা দেয়–এসব প্রসঙ্গে কথা হয়েছে।

মায়ানমারের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের এমন এক সময়ে আমন্ত্রণ জানাল, যখন জান্তা আগামী বছর নির্বাচন করার কথা চিন্তা করছে। শাসক দল ও বিরোধী পক্ষ–উভয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে চীন নিজেদের সংলাপ ও শান্তির নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেমনটা তারা করেছে ইউক্রেনের ক্ষেত্রে। বিশ্বজুড়ে চীন এমন একটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দেখাতে চায়, যারা কিনা জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে। যাহোক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, মায়ানমারের ব্যাপারে চীনের আরও হিসাবনিকাশ রয়েছে।

জান্তাপন্থী কট্টর রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য উগ্রপন্থী রাজনৈতিক উপদলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে মায়ানমারের রাজনৈতিক মানচিত্রে চীনের প্রভাব বাড়ানোর কৌশল। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক কুশীলবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে চীন চাইছে আসন্ন নির্বাচনে যিনিই ক্ষমতায় আসুন না কেন চীন তার স্বার্থ ও বিনিয়োগের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে। মায়ানমারে চীনের কৌশলগত স্বার্থ শুধু রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।

মায়ানমারের সঙ্গে চীনের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে বিআরআই নোঙরের ভূমিকা পালন করছে। মায়ানমারে চীনের বিআরআই মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রকল্পগুলোর মধ্যে জলবিদ্যুৎ, আন্তসীমান্ত শিল্পাঞ্চল, উচ্চগতির রেলওয়ে এবং কায়ুকফায়ু গভীর সমুদ্র বন্দরও রয়েছে। ২০১৩ সালে চালু হওয়া মায়ানমার-চীন গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প ছাড়া অন্য প্রকল্পগুলো চালু হতে বিলম্ব হয়েছে। চীনের বিআরআইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে–এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে বিশাল একটা বাণিজ্য ও অবকাঠামো প্রকল্পের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। কৌশলগত অবস্থান, সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মায়ানমার এই প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।

চীন এরই মধ্যে মায়ানমারের বন্দর, রেলসহ অবকাঠামো খাতে এবং জ্বালানি প্রকল্পে বিশাল বিনিয়োগ করেছে। যাহোক, এসব প্রকল্প যাতে মসৃণভাবে চলতে পারে এবং আরও বিকশিত হতে পারে সে জন্য চীন মায়ানমারের রাজনৈতিক অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা অব্যাহতভাবে রেখে চলেছে।

মায়ানমারের রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা সফর চীনকে তার উন্নয়ন মডেল এবং ভবিষ্যতে বিআরআই প্রকল্পের জন্য নিশ্চয়তা নিশ্চিতের সুযোগ করে দিয়েছে। মায়ানমারের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে চীনের সম্পৃক্ততার বিষয়টিও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের একটি রূপ হিসাবে বিবেচিত হবে।

মায়ানমারের উত্তরাঞ্চলের সংঘাতের ক্ষেত্রে চীনের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া ইউনাইটেড ওয়া স্টেট আর্মি (ইউডব্লুউএসএ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইউডব্লুউএসএ সম্প্রতি নর্দান শান স্টেটের তাংইয়ান শহরে সেনা নিয়োগ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে মায়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে দর-কষাকষি করেছে। এতে এটাই স্পষ্ট হয় যে ইউডব্লুউএসএর কৌশলগত গুরুত্ব কতটা বেশি।

বিশেষজ্ঞরা চীনের এই পদক্ষেপকে মুখোশ বলে বর্ণনা করছেন। তাঁরা বলছেন বন্ধুত্ব ও শান্তির বার্তা নিয়ে মায়ানমারে চীন হাজির হলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও কৌশলগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। মায়ানমারের ভবিষ্যৎ একটা ভারসাম্যমূলক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করছে যেখানে দেশটির সার্বভৌমত্ব এবং বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বৈশালী বসু শর্মা নয়াদিল্লিভিত্তিক থিংক ট্যাংক পলিসি পারস্পেকটিভ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা

দ্য ইরাবতী থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক মাহমুদ মাদানির

জাকির সেখ ● নয়া দিল্লি

আপনজন: মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী জনাব আনোয়ার ইব্রাহিম ভারত সফরে এসেছেন। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির তাজ হোটেলে সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি কায়িদে মিল্লাত মাওলানা মাহমুদ আসাদ মাদানী সাহেবসহ অন্যান্য মুসলিম নেতারা তার সঙ্গে দেখা করে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ভারতীয় সংখ্যালঘু মুসলমানদের কল্যাণ, মালয়েশিয়া ও ভারতের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক, ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী কূটনীতি বৃদ্ধি, প্যালেস্টাইন ইসরায়েল যুদ্ধের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং ভারতের অভ্যন্তরে জাতিগত সম্প্রীতি বৃদ্ধির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক শান্তির জন্য কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। এদিনের বৈঠক উপস্থিত ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস তথা সর্বভারতীয় জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা সালমান বিজনৌরী, দিল্লির শাহী মসজিদের ইমাম মাওলানা সৈয়দ আহমেদ বুখারী, মাওলানা নিয়াজ আহমেদ ফারুকীসহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দীর্ঘদিন রাস্তার বেহাল অবস্থা, দুর্ভোগ যন্ত্রণার শিকার নিত্যযাত্রী

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: ভোট আসে ভোট যায়, বয়ে যায় প্রতিশ্রুতির বন্যা। সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনেও প্রার্থী থেকে রাজনৈতিক নেতারা রাস্তা মেরামতের প্রতিশ্রুতি দিলেও মেটেনি রাস্তা সংস্কারের দাবি। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে ব্যস্ত রাস্তাটি। দুর্ভোগ যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন নিত্যযাত্রী। বর্ষা নামার সাথে সাথে বেড়েছে মানুষের দুর্ভোগ এবং ক্ষোভ।

পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ১ ব্লকের মাইশোরা অঞ্চলের বলরামপুর থেকে যশোড়া কালিবাজার পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার পিচ রাস্তা অধিকাংশ জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। রাস্তার বেশিরভাগ অংশ জায়গায় উঠে গিয়েছে পিচ। বেরিয়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। কোথাও কোথাও তৈরি হয়েছে খানাখন্দ, গর্ত। তাতেই ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে যাতায়াত করছেন নিত্যযাত্রীরা।

রাতদিন দুর্ভোগ যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন সব্জি বিক্রেতা, মাছ ব্যবসায়ী, স্কুল পড়ুয়া, অফিস কর্মী, ব্যবসায়ী, মুমূর্ষু রোগী, গর্ভবতী মহিলা সহ সকলেই । তমলুক, পাঁশকুড়া, কলকাতা, ঘাটাল, দাসপুরের সাথে যোগাযোগ করবার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী হওয়ায় রাস্তাটি সর্বদা ব্যস্ত।

এলাকার জনসংখ্যাও অনেক বেশি। ২০২০ সালে এই রাস্তার পাশে চকগোপাল গ্রামে তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় তারাপীঠ মন্দির। ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মন্দির দর্শনেআসেন এই রাস্তা দিয়ে। বাস, ট্রেকার, ভারী যানবাহন চলার ফলে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সারাইয়ের দাবি তুললেও সেভাবে কাজ হয় নি। বছর খানেক আগে ভাঙা ইট দিয়ে কিছু কিছু জায়গায় সংস্কারের কাজ হয়। তা হলেও বর্ষাতে জল জমে রাস্তার বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দের চেহারা নিয়েছে । তার ওপর দিয়েই রাতদিন যাতায়াত করতে হচ্ছে সব্জি বিক্রেতা, মাছ ব্যবসায়ী, স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। চরম দুর্ভোগ যন্ত্রনার শিকার হচ্ছেন অসুস্থ রোগী, গর্ভবতী মহিলা, স্কুল, অফিসকর্মী সহ সকল সাধারণ মানুষ । ফলে ধীরে ধীরে বাড়ছে মানুষের ক্ষোভ।

আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের ফাঁসির দাবিতে মিছিল জোটের

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে ও দোষীদের ফাঁসির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করলো বড়ঞা ব্লকের সিপিএম, কংগ্রেস জোট। শনিবার বিকেল নাগাদ আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ব্লকের কুলি চৌরাস্তা মোড়ে। অনুষ্ঠিত হলো প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলটি শুরু কুলিকান্দি রাজ্য সড়ক । হসপিটালের সামন হয়ে গিয়ে বেশ কয়েকটি কুলি বাজার পরিক্রমা করে। আবার কুলি বাজারে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস কর্মীরা বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি আরজিকর কান্ডে খুন হওয়া জুনিয়র ডাক্তারের ছবিতে মাল্যদান শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন সঙ্গে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। এদিন এই মিছিলে কুলি এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রায় কয়েক শো মানুষ পায়ে পা মিলান। বিভিন্ন প্রতিবাদী ভাষায় হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মিছিল থেকে উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এদিন মিছিল থেকে মূলত আরজিকর কাণ্ডের দোষীদের সর্বোচ্চ সাজা ফাঁসির দাবি তুলেন প্রতিবাদকারীরা, পাশাপাশি বাংলা জুড়ে নারীদের নিরাপত্তার সুনিশ্চিত করতে হবে ও আগামী দিনে এই ধরনের নক্কারজনক ঘটনা যেন না ঘটে দাবি মিছিল কারীদের। মিছিল ঘিরে বড়ঞা থানার পক্ষ থেকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আর জি কর কাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল বর্ধমানে

আর এ মণ্ডল ● বর্ধমান

আপনজন:ক্তারের নারকীয় খুন ধর্ষণের নৃশংস ঘটনায় এখন দেশ থেকে দেশান্তর প্রতিবাদে অগ্নিগর্ভ। প্রতিনিয়তই সাধারণ মানুষ সহ সর্ব ধরণের পেশার নর-নারীদের সভা,মিছিলে আওয়াজ দোষীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হোক।

সেই প্রেক্ষিতেই ২১ আগস্ট পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান সদরে ছাত্র-ছাত্রীদের এক অরাজনৈতিক সংগঠন,-"ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ফ্রন্ট"-এর উদ্যোগ ও পরিচালনার মাধ্যমেও ধ্বনিত হলো প্রতিবাদী পথ সভায় ন্যায় বিচার, কঠোর শাস্তির বিধান জারি হোক। সেই সাথে সরকার, পুলিশ প্রশাসন এর বিবেক ও নৈতিকতার বুকে আঘাত হানা স্লোগান। প্রতিবাদী পথ সভার শুরু বর্ধমান কে এস পি-র ফাস্ট গেট থেকে শুরু করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটাল হয়ে বিগবাজারের সামনে দিয়ে তিন কোনিয়া বাসস্ট্যান্ডের পাশ দিয়ে কার্জন গেট (বিজয় তোরণ)।

বিএই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন তাঁরা হলেন,-সৃজনী চ্যাটার্জি, অভিজ্ঞান চক্রবর্তী, মুহাম্মাদ শুয়াইব আসলাম, আয়ুস বণিক ও স্বর্ণাঙ্গ ঘোষাল।

দেওবন্দে মুর্শিদাবাদের ছাত্রদের নিয়ে বৈঠক

আব্দুল খাবির ● দেওবন্দ

আপনজন: উত্তর প্রদেশে সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসায় ২২শে আগস্ট ২০২৪ মুর্শিদাবাদ জেলার দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠরত ছাত্রদের নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয় এবং বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলা জমিয়তের নেতৃত্বে চলা, জমিয়ত নগর মাদরাসার কোচিংয়ের মাধ্যমে দারুল উলুম দেওবন্দে, যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, সেই সকল ছাত্রদের নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তারবীয়াতি নসিহত করলেন জমিয়ত নগর মাদরাসার সম্মানীয় সম্পাদক, মুফতি মোঃ নাজমুল হক সাহেব , দারুল উলুম দেওবন্দের মুখপাত্র তৌকির আহমেদ কাসেমী এবং মুফতি আব্দুল কুদ্দুস সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কারী নুরুজ্জামান কাসেমী, মাওলানা শহিদুল ইসলাম ও মাওলানা মোজাফফর খান।

আগামী দিনে দেওবন্দে পাঠরত শিক্ষার্থীরা যোগ্য আলিমে দ্বীন হয়ে জেলায় কওম ও জাতির হয়ে যেন অগ্র ভুমিকা নিয়ে কাজ করতে পারে তার পূর্ণাঙ্গ পরামর্শ দেওয়া হয় । মুফতি মোঃ নাজমুল হক সাহেব ছাত্রদের সমস্ত রকমের সহযোগিতায় তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন ।

পাঠরত ছাত্ররা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে জানান, আমরা সকলেই যোগ্য আলিম হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত রকমের ফিতনার মোকাবিলা যৌথভাবে করবো ইনশাআল্লাহ। অতঃপর দেশ, জাতি ও কওমের সার্বিক মঙ্গলের কামনা করে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শ্লীলতাহানির ঘটনা নিয়ে সুতির স্কুলের সামনে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি-পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার রেশ কাটার আগেই শুক্রবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার গোপালগঞ্জ-বাজিতপুর এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুলের কয়েকজন ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। ছাত্রীদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে রহিম শেখ নামে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তাকে বাঁচানোর জন্য স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, বদরুল ইসলাম, নিগৃহীতা ছাত্রীদের পরিবারের কয়েকজনকে 'মীমাংসা' করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শুক্রবার গোটা ঘটনার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা দলে দলে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভের ঘটনার খবর পেয়ে সুতি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গ্রামে পৌঁছে স্কুলে আটকে পড়া প্রায় ৬ জন শিক্ষককে উদ্ধার করে সুতি থানাতে নিয়ে যায়। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন- নির্যাতিতা নাবালিকা ছাত্রীদের পরিবারের সদস্যরা থানাতে এ সেছেন। তবে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা দুই ছাত্রীর মেডিক্যাল টেস্টের জন্য তাদের মহেশাইল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

নির্যাতিতা এক ছাত্রীর মা অভিযোগ করেন," গত প্রায় এক বছর ধরে রহিম শেখ নামে এক শিক্ষক বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিতভাবে 'অশালীনভাবে স্পর্শ' করত। ওই শিক্ষক আমার দুই মেয়েকে হুমকি দিয়েছিল এই ঘটনার কথা পরিবারের কাউকে জানালে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। শিক্ষকের ভয়ে এতদিন আমার মেয়েরা চুপ করে 'অত্যাচার' সহ্য করেছে।

ওই মহিলা জানান,"গত বুধবার আমার দুই মেয়ে বাড়িতে ফিরে ওই শিক্ষকের 'অশালীনভাবে স্পর্শ' করার কথা বলে।" এরপরই নাবালিকা কয়েকজন ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বদরুল ইসলামকে গোটা ঘটনাটি জানান। নিগৃহীতা ছাত্রীদের পরিবারের অভিযোগ মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্যা নাসিমা খাতুনের স্বামী বদরুল ইসলাম তাদেরকে ঘটনাটি কাউকে জানাতে বারণ করেন। তিনি গোটা বিষয়টির মীমাংসা করে দেবেন বলে জানিয়েছিলেন। অভিযোগ এর পরেও কোনও মীমাংসা না হওয়াতে শুক্রবার দুপুরে কয়েক'শ অভিভাবক স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কৃষিমন্ত্রী লাভপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: লাভপুরের ফুল্লরা মন্দিরে পুরোহিত দের নিয়ে দুর্গাপুজোর প্রশিক্ষণ শিবির, লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে সংবর্ধনা সভা ও লাভপুর ব্লক অফিসে প্রশাসনিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে হয়ে গেল শনিবারের কর্মসূচি।।।

সামনেই বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সার্বজনীন ও ক্লাবকেন্দ্রীক পুজো গুলোর জন্য আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে আর এবার বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ লাভপুরের ফুল্লরা মন্দির প্রাঙ্গনে দুর্গাপূজা প্রশিক্ষণ শিবির হয়ে গেল শনিবার। প্রশিক্ষণ শিবিরটি আয়োজন করা হয়েছিল ইলামবাজারের পায়ের কানুমোহিনী চতুষ্পাটীর পক্ষ থেকে। এদিন অনুষ্ঠানটির উদ্বোধক হিসেবে ছিলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ। এই অনুষ্ঠান শেষে এদিনই দুপুর নাগাদ তারা চলে যান লাভপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সেখানে আয়োজন করা হয় একটি সংবর্ধনা সভার সংবর্ধনা সব শেষে কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন:- প্রতি ১৫ মিনিটে ১০জন করে মহিলা ধর্ষিত হচ্ছে সারাদেশে তার কোন প্রতিবাদ নেই, এখানে প্রতিবাদ হোক প্রতিবাদ, মুখ্যমন্ত্রী বললেন যারা দোষী তাদের ফাঁসি হোক। আমাদের দলের কোন কোন নেতা দুর্নীতি করেছিল সেগুলো কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়ে দিয়েছিল?তার এদিন এই বক্তব্য শেষে আবারও দুপুর তিনটে নাগাদ লাভপুর ব্লক অফিসে পঞ্চায়েত প্রধান সদস্যদের ও মেম্বার দের নিয়ে একটি প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

আর সেই বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৃষি জমি ও কৃষকদের নিয়ে যে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল সেই সমস্ত বৈঠকে কৃষকরা কি করে কিভাবে সুবিধা পাবেন সেইসব বিষয়বস্তু নেই আলোচনা করা হয়।

বাল্য বিবাহ রোধে বিশেষ সভা হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: জগৎবল্লভপুর থানার উদ্যগে ব্রাহ্মণবেড়িয়া চিন্তামণি গার্লস স্কুল এবং ঘরবেলিয়া, গার্লস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হল। উল্লেখ্য,বর্তমান সময়ে নারী পাচার, বাল্যবিবাহ, কন্যাভ্রূণ হত্যা,নারী নির্যাতনের মতো বিভিন্ন ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মূলত সচেতনতার অভাবেই এই সমস্ত ঘটনা বেশি করে ঘটে বলে মেনে নিচ্ছেন প্রশাসনের কর্তারাও।তবে জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সেই সচেতনতার কাজই চালাচ্ছে পুলিশ, প্রশাসন সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা। জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত অভিভাবক ছাত্রছাত্রী শিক্ষকবৃন্দদের মধ্যে নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং সাইবার ক্রাইমের উপরে স্বয়ং সিদ্ধা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হল। ব্রাহ্মণবেড়িয়া চিন্তামণি গার্লস স্কুল এবং ঘর বেলিয়া, গার্লস স্কুলের কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়। সচেতনতার বার্তা দেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায়।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসি ১ নং ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্দ্যোগে প্রস্তুতি সভা করা হল। ব্লকের মানকর কলেজে ওই প্রস্তুতি সভা করেন ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি তাপস সোম। সভায় যোগদান করেন অসংখ্য কলেজ পড়ুয়া।

জানা গেছে, আগামী ২৮ শে আগস্ট কোলকাতার মেয়ো রোড়ের গান্ধী মুর্তীর পাদদেশে ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে। যেখানে ব্লকের অসংখ্য কলেজ পড়ুয়ারা অংশ গ্রহন করবে।

সেই প্রতিষ্ঠা দিবস কে সফল করতেই ওই কর্মসুচি বলে জানান ব্লক ছাত্র পরিষদের সভাপতি তাপস সোম।

এদিনের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, জেলা ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি জাকির হোসেন, তৃণমূল নেতা সুন্দর পাশোয়ান সহ কলেজের পড়ুয়ারা।

দশ দিনের মধ্যে গ্রেফতার আদিবাসী ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডের গোটা দেশ যখন উত্তাল স্বাধীনতা দিবসের একদিন আগে রাত্রিতে নিজের বাড়ির পাশে খুন হয়ে যান এক আদিবাসী ছাত্রী । এই খুনের ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলা তথা রাজ্যে এক বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । ক্ষুব্ধ হয় আদিবাসী সমাজ ।পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমন দীপ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে অপরাধীকে খুব শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বস্ত করার পরেও আদিবাসী সমাজের বিক্ষোভ থাম ছিল না । জেলা পুলিশ প্রচন্ড তৎপর ছিল এই খুনিকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে। পূর্ব বর্ধমান জেলার গাংপুরে আদিবাসী ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা হাঁসদার নৃশংস হত্যার ঘটনায় পুলিশ দশ দিন পর মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত অজয় টুডুকে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অজয় টুডুর সাথে প্রিয়াঙ্কার দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে এই ঘটনা।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে পথে স্কুলের পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জিয়াগঞ্জ

আপনজন: আর জি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা দেশ। শনিবার কয়েক হাজার স্কুল পড়ুয়ারা আজিমগঞ্জের পথে ধিক্কার মিছিলে নামলো। আর জি কর মেডিকেল কলেজের যে নককারজনক ঘটনা ঘটেছে তার প্রতিবাদে আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জ পৌরসভার আজিমগঞ্জ রায় বুথ সিং বাহাদুর হাই স্কুল, আজিমগঞ্জ ডনবস্ক হাই স্কুল, কেশরকুমারী বালিকা বিদ্যালয়, বড়নগর রানী ভাবানী বিদ্যাপীঠ, মোট ৪টি স্কুলের পারি সাড়ে তিন হাজার ছাত্র ছাত্রী সহ প্রাক্তনীরাও উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে পা মেলান শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের গার্জেনরাও, তাঁদের একটায় দাবি দোষীদের ফাঁসি চায়। আজিমগঞ্জ রায় বুথ সিং বাহাদুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রুবিনা খাতুন আর জি করের এই নৃশংস ঘটনার বিরোধিতা করেন। নারী সুরক্ষা ও তিলোত্তমা যাতে আইনি ভাবে সঠিক বিচার পায়, সেই দাবি রাখেন সেই সঙ্গে দোষীদের চিহ্নিত করে ফাঁসির দাবি করেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো নিয়ে শিক্ষকদের বৈঠক

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপর নজর দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সপ্তাহে একদিন করে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সকল ছাত্র-ছাত্রী সেই ট্যাবলেট খাচ্ছে কিনা তার রিপোর্টও দিতে হয় স্বাস্থ্য দপ্তরকে। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপুর ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আয়রন ট্যাবলেটের উপর একটি রিপোর্ট নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কেশপুর অডিটোরিয়াম হলে কেশপুর ব্লকের সমস্ত এসএসকে, এমএসকে, প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে এক বিশেষ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের যে আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানোর পরে যাতে রিপোর্ট যথাযথভাবে ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে পৌঁছায় সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয় শিক্ষকদের সাথে। আলোচনা সভায় শিক্ষকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেশপুর ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিক সিংহ, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শিবনাথ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্তরঞ্জন গরাই, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হরিপদ মাইতি, সমিতি এডুকেশন অফিসার সঞ্জয় মাহাত, কেশপুর এসআই আব্দুল হালিম, ডাক্তার শ্রাবন্তী দত্ত প্রমুখ।

কেশপুর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শিবনাথ ঘোষ বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা রক্ত অল্পতায় ভোগার কারণে এই আয়রন ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়। কিভাবে তারা সুস্থ থাকবে সে বিষয়ে শিক্ষকদেরও পরামর্শ দেওয়া হয়।

দমকলের সভা উলুবেড়িয়ায়

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস বিভাগের উলুবেড়িয়া দমকল কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় বাইনান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে শনিবার বিশেষ সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হল।উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল,দমকল আধিকারিক কে সামুই সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ। ছবি- সুরজীৎ আদক।

পুলিশ কর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় শিবির

আসিফ রনি ● বহরমপুর

আপনজন: বহরমপুর থানায় পুলিশ কর্মীদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় ফ্রি হার্ট চেকআপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল।

মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হার্ট। যারা জনগণের নিরাপত্তার জন্য দিবারাত্রী কাজ করে চলেছেন সে পুলিশদের হার্ট কেমন রয়েছে এবং তা জেনে নিরাময়ের প্রাথমিক উপায় নিল বহরমপুর থানা। শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের বহরমপুর থানার উদ্যোগে পুলিশ কর্মীদের সম্পন্ন ফ্রিতে হার্ট চেকআপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হল। দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য সংস্থা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বহরমপুর থানার এমন উদ্যোগে পুলিশ কর্মীদের চেকআপে তারা শামিল হন।

জেলা পুলিশ সুপার নিজে এই ক্যাম্পের শুভ সূচনা করে নিজেরও চেকআপ করান থেকে। পুলিশ সুপার সূর্য প্রতাব যাদব বলেন করোনার পর থেকে নানান শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে প্রত্যেকের। সেই কারণেই পুলিশ কর্মীদের শারীরিক সুস্থতার জন্য এই হার্ট চেকআপ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

বহরমপুর থানার আইসি উদয় শংকর ঘোষ জানান - স্বাস্থ্য সচেতনতায় আমাদের এই ক্যাম্পে বহরমপুর থানার পুলিশ কর্মীরা ছাড়াও রিপোর্টার ও অন্যান্যরাও ফ্রিতে চেকআপ করান।

প্রথম নজর

প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে ১৫ কিমি পথ হেঁটে প্রতিবাদ মিছিল

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: ওরাও অভয়া কান্ডের বিচার চায়। আর সেই কারণেই শনিবার স্কুল ছুটির পর প্রতিবাদ মিছিলে রাজপথে সামিল হয়েছিল।ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি পরশুরাম যামিনীপ্রাণ হাইস্কুলের শতাধিক ছাত্র ছাত্রীরা মিলিত ভাবে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছিল স্কুল প্রাঙ্গন থেকে।মিছিল বঙ্কিম সরদার কলেজ,বাইশসোনা মোড় হয়ে ক্যানিং রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে যায়। সেখান থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হলেও মিছিল থমকে দাঁড়ায়নি। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আওয়াজ তোলে 'আমার দিদির বিচার চাই। আরজি কান্ডের বিচার চাই।বিচার না হলে আমরা ছাড়বো না'।এরপর মিছিল রায়বাঘিনী,কলেজমোড় হয়ে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে স্কুল প্রাঙ্গনে পৌঁছায়।ছাত্রছাত্রীদের দাবী প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা প্রবল বর্ষন হোক আমাদের কেউ আটকে রাখতে পারবেনা।আরজিকান্ডের বিচার আমরা চাইই।
এদিন ছাত্রছাত্রীদের মিছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসন নজর রেখেছিলেন। এমনকি প্রবল বর্ষনে ক্ষুঁদে স্কুল পড়ুয়ারা ভিজে গিয়েছিল।তারা যাতে নির্বিঘ্নে বাড়িতে পৌঁছায় সে ব্যবস্থাও করা হয় পুলিশ প্রশাসনের তরফে।

বন্যা কবলিত মানিকচকে ভূতনী ব্রীজের রাস্তায় ফাটল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মানিকচকে বন্যা কবলিত মালদার মানিকচকের ভূতনী এলাকায় ভূতনী ব্রীজের সংযোগকারী রাস্তায় ফাটল। প্রায় একশো মিটার এলাকা জুরে রাস্তার একপাশে ফাটল ধরায় জোর চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক তৈরি হল এলাকায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে গঙ্গার জলে ভাসছে গোটা ভূতনী এলাকা। গঙ্গার জল এসে লেগেছে ভূতনী ব্রীজের কাছাকাছি এলাকায়। সেই জমা জলে ভূতনী ব্রীজের সংযোগকারী রাস্তার নিচের মাটি কেটে প্রায় একশো মিটার এলাকা জুরে রাস্তার একপাশে ফাটল ধরেছে। যা নজরে আসতেই এদিন ভূতনীবাসীর মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক তৈরি হয়।
এলাকাবাসীর বক্তব্য বন্যার জলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই রাস্তা দ্রুত মেরামত করার উদ্যোগ না নিলে যেকোন সময় ধসে পড়তে পারে। তাই প্রশাসনের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা।

হাওড়ার তিন হাইস্কুলকে শো-কজের নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে মিছিল করার খেসারত দিতে হলো হাওড়ার তিন স্কুলকে। শিক্ষা দফতরের কোপে পড়েছে হাওড়ার ওই তিন হাইস্কুল। শো-কজের নোটিশ দেওয়া হয়েছে ওই তিন স্কুলকে। জানা গেছে, স্কুলগুলি হলো বলুহাটি হাইস্কুল, বলুহাটি গার্লস হাইস্কুল এবং ব্যাঁটরা রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়। স্কুলগুলিকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শো-কজের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। শুক্রবার স্কুল 'চলাকালীন' পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মিছিলে শিশু অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও স্কুলের দাবি, পঠনপাঠন শেষে ছুটির পরই ওই মিছিল হয়েছে। আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবিতেই শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন বলে অভিযোগ। আর তা জানতে পেরে ডিআই ওই তিন হাইস্কুলকে কারণ জানাতে বলে শো-কজের চিঠি পাঠান।

বাংলাদেশের বন্যায় ত্রাণ বিতরণে পীরজাদা

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: অবিরত প্রাকৃতিক বর্ষণের ফলে প্রতিবেশী বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার স্বাভাবিক জীবন যাপন ধ্বংস হয়েছে। ফেনি, নোয়াখালী, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন জেলা জলের নীচে। মানুষ, পশু,গবাদি প্রানীদের মৃত্যু মিছিলে পরিনত হয়েছে।বহু হিন্দু পরিবার ঠাই নিয়েছে মসজিদে। এমতাবস্থায় ফুরফুরা শরীফের গদ্দিনশীন পীর আল্লামা শাইখ মিশকাত সিদ্দিকীর ও দারুস সালাম এবং পাকশীর খানকাহ র উদ্যোগে বন্যা প্লাবিত এলাকা ও অসহায় মানুষের জন্য ত্রান বিতরণ করছেন।খানকাহর দু'দিন ব্যপি তালিমি মাহফিলে বিশেষভাবে তাঁদের জন্য দোয়া করেছেন। তাঁর সমস্ত মুরিদ ও শুভাকাঙ্ক্ষী দের এই কাজে সাহায্য ও ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য নির্দেশ জারি করেছেন। কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সভায় হাজির ছিলেন হযরত পীর সাহেব হুজুরের সাহেবজাদা আবুবকর আব্দুল কাহহার আবরার সিদ্দিকী হাফিয়াহুল্লাহ্। অন্যদিকে আস সুন্নাহ ফাউন্ডেশন ও সারসিনা দরবার শরীফের পক্ষেও বন্যা দুর্গতদ মানুষদের জন্য প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করে আর্থিক দিয়ে সাহায্য করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন।ত্রান বিতরণ কাজে তাঁদের ভুমিকা ছিল দেখার মতো । প্রাকৃতিক এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন মসজিদ মাদরাসায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন।

নিম্নচাপ ও পূর্ণিমার ভরা কোটালে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত বহু গ্রাম

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সুন্দরবন

আপনজন: সামনে পূর্ণিমার ভরা কোটাল এবং নিম্নচাপের জোড়া ফলায় সুন্দরবনের নদী বাঁধ ভেঙে বিপত্তি। নদীর নোনা জলে প্লাবিত একাধিক গ্রাম।আর এই ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এলাকা বাসীরা।কাকদ্বীপ বিধানসভার অন্তর্গত ৮ নম্বর তিলক চন্দ্রপুর এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদীর নদী বাঁধ ভেঙ্গে প্লাবিত গোটা গ্রাম আতঙ্কে গ্রাম ছাড়া ৫০ টি পরিবার। জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে ৫০টি বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক মাস আগে মুড়িগঙ্গা নদীর প্রায় ১০ ফুটের ও বেশি নদী বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল জোয়ারের জলে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই ভাঙ্গন কবলিত নদী বাঁধ মেরামত করা হলেও এবার পূর্ণিমার ভরা কোটাল এবং নিম্ন চাপের জোড়া ফলায় পুনরায় দশ ফুটের মতন নদী বাঁধ ভেঙে গিয়ে এলাকার প্লাবিত। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতবার নদী বাঁধে ভাঙনের কারণে, এলাকা ছেড়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল এলাকার মানুষরা যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পুনরায় আবার তারা ওই এলাকায় বসবাস শুরু করে ছিল। কিন্তু আবারো পুনরায় মুড়িগঙ্গা নদীতে পূর্ণিমার ভরা কোটালের ও নিম্নচাপে জোড়া ফলায় জোয়ারের জলে নদী ভাঙনের কারণে আতঙ্কিত এলাকার মানুষজনেরা।এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ঊষা দাস বলেন, এলাকায় স্থায়ী কংক্রিটের নদী বাঁধ না থাকার কারণে বারবার নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়ে যায় আমাদের এই এলাকা। বিষয়টি নিয়ে বারবার বিভিন্ন দপ্তরেও জানালে ও কোনরকম সুরাহা হয় নি । আমরাই ইতিমধ্যেই আতঙ্কে রয়েছি, আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নদীতে জোয়ারের কারনে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। নদীতে ভাটার পড়ে গেলে আবারো পুনরায় জল নেমে যাবে এলাকা থেকে। সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি খুব শীঘ্রই সাধারণ মানুষ এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে এই আশা করছি।বিষয় টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা।

জয়নগরে পুলিশের তৎপরতায় মুর্শিদাবাদের দুটি শিশু উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার দুটি শিশুকে তুলে দেওয়া হলো তাদের অভিভাবকদের হাতে।পুলিশ সূত্রে জানা গেল, শুক্রবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানার এ এস আই সুকুমার হালদার জয়নগর টাউনে মোবাইল ডিউটিতে থাকা কালীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মজিলপুর তালপুকুর মোড়ের কাছে দুটি নাবালক শিশুকে একেবারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন।তখনই সন্দেহ হওয়ায় ওই শিশুদের জিজ্ঞেসাবাদ করে ডিউটিরত পুলিশ কর্মী জানতে পারেন তাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার দৌলতাবাদ থানার দুর্গাদাসপুর বেউঞ্চিতলা গ্রামে।বর্তমানে তাঁরা থাকে দক্ষিন ২৪ পরগনার মহেশতলা থানার ফুলতলার আখড়াদ ফাটক এলাকায়।এক জনের বয়স ৯ ও আরেক জনের বয়স ৮ বছর।পুলিশ তাদের জিজ্ঞেসাবাদ করে জানতে পারে তাঁরা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে।তবে কিভাবে কার সাথে তাঁরা এত দূরে চলে এসেছে তা অবশ্য তাদের কাছ থেকে জানতে পারে নি পুলিশ।এর পর ডিউটিরত ওই পুলিশ কর্মী ওই শিশু দুটিকে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।এবং তাদের মহিলা পুলিশ কর্মীদের তত্ত্বাবধানে শিশু বান্ধব ঘরে রাখা হয়। এর পরে ওই শিশুদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং ওই শিশুদের খাবার, চকলেট সহ খেলনা তুলে দেওয়া হয়।শনিবার সকালে অভিভাবকদের হাতে ঐ শিশু দুটিকে তুলে দেওয়া হয় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের উপস্থিতিতে।তবে পুলিশের মানবিক এই কাজকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি ঐ শিশু দুটির অভিভাবকেরা।কিন্তু এত ছোট্ট দুটি শিশু একা এত দূরে চলে এলো কি করে সেটাই প্রশ্ন থেকে গেল। কোনো শিশু পাচার কারীর খপ্পরে না পড়ে পুলিশের হাতে পড়ে যাওয়ায় এ যাত্রায় উদ্ধার করা গেল তাদের। তাই উচিত অভিভাবকদের নিজেদের শিশুকে একটু নজরে রাখা।

মূমুর্ষূ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে হরিহরপাড়ায় রক্তদান শিবির

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: জেলার হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি মেটাতে এবং মূমুর্ষূ রোগীর প্রাণ বাঁচাতে হরিহরপাড়া জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লকের জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শনিবার দুপুরে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল হরিহরপাড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। এবারের চতুর্থ বর্ষ রক্তদান শিবির। এদিন রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়া থানার আই সি অরূপ কুমার রায়, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক মোঃ সাফি, হরিহরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার শাসমল, বিশিষ্ট সমাজসেবী জাহাঙ্গীর বিশ্বাস এছাড়াও এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার শাসমল বলেন হরিহরপাড়া হাই স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন স্কুলের

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে পথে স্কুল পড়ুয়ারা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পথশ্রী ৩ প্রকল্পের মাধ্যমে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের খোকরা গ্রামে রাস্তার কাজের শিল্যানাস করলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন ও তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্যা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের সভাপতি মার্জিনা খাতুন।
শনিবার সকালে খোকরা গ্রামে একটি আমবাগানে আনুষ্ঠানিক সভার মাধ্যমে রাস্তার কাজের সূচনা করেন। এদিনের এই রাস্তার কাজের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও মহম্মদ আলি রুইন ও তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা সোপন আলি সহ অন্যরা।
মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, নৌসাদ আলির বাড়ি থেকে জামসেদ আলির পুকুর পর্যন্ত ১৩০ মিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার জন্য ৭,৪৩,৭৪৯ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির গাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: বৃক্ষ রোপণের কর্মসূচি নিল ব্লক প্রশাসন। শনিবার জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান ও সদস্যদের হাতে কয়েক হাজার ফল গাছের চারা তুলে দেওয়া হলো পঞ্চায়েত সমিতির বহুডুর অফিস থেকে। এদিন এই গাছের চারা তুলে দেওয়ার কর্মসূচির সূচনা করেন জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস ও সহকারি সভাপতি সুহানা আলী পারভীন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলি,স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হাজী সাইফুল লস্কর সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ গন। পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক বলেন, জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে আম, সবেদার গাছের চারা দেওয়া হয়।

হাসপাতালে নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে মধ্য রাতে হাজির ডিএসপি

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনে আচমকা হাজির ডিএসপি। গতকাল গভীর রাতে বালুরঘাট সদর হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভবন, বালুরঘাট নার্সিং কলেজ সহ অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পরিদর্শন করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ। সঙ্গে ছিল পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী। উল্লেখ্য, আরজি কর মেডিকেল কলেজে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে আরও উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ প্রশাসন। মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে পুলিশকে আরও বেশি সতর্ক থাকতে দেখা গিয়েছে।
আরও সক্রিয় হয়েছে মহিলা পুলিশকর্মীদের উইনার্স দল। সেই ছবি এদিন মাঝরাতে ধরা পরল ক্যামেরায়। মাঝরাতে হাসপাতালসহ বালুরঘাট শহরের বাস স্ট্যান্ড এলাকা, শ্মশান সহ বিভিন্ন জায়গার নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন ডেপুটি পুলিশ সুপার। এই রূপ অতর্কিতে পরিদর্শন মাঝেমধ্যেই চলবে বলে জানা গিয়েছে।
এ বিষয়ে ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'গত কয়েকদিন ধরেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় সিকিউরিটি অডিট করেছি। এর ফলে বেশকিছু সমস্যা সামনে এসেছে। রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা সামনে এসেছে। দিনের বেলা আমাদের পর্যাপ্ত অফিসার, ফোর্স থাকে। রাতের বেলাতেও পর্যাপ্ত পুলিশ ফোর্স থাকলেও তাঁদের অ্যাক্টিভিটি কি রয়েছে সেগুলো সারপ্রাইজ ভিজিট না করে জানা যায় না। পাশাপাশি হাসপাতালের নিরাপত্তা যে বেসরকারি সংস্থা দেখে তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা এবং যে সমস্ত খামটি রয়েছে সেগুলোকে পর্যালোচনার জন্য আমরা এই পরিদর্শনে নেমেছি।'

কেরলে পাইপ লাইনের কাজ করার সময় মৃত্যু মালদার শ্রমিকের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সংসারে অভাবের জেলে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু যুবকের। পাইপ লাইনের কাজ করার সময় ইলেকট্রিক শক লেগে মর্মান্তিক মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করেই পেটের টানে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে ভিন রাজ্যে কাজে পাড়ি দিতে হয়েছিল বছর বাইশের যুবক রাজকুমার সরকারকে। দুর্গা পুজোয় বাড়ি আসার কথা ছিল।আর ফেরা হলোনা।ফিরবে নিথর মৃতদেহ। মালদার মানিকচক ব্লকের চৌকি মিরদাদ পুর অঞ্চলের সৈদপুরের তরতাজা যুবক রাজকুমার সরকার বিগত তিন মাস আগে ভিন রাজ্যে কর্নাটকে পাইপ লাইনের কাজে গিয়েছিল। তার উপার্জন করা টাকা থেকেই চলতো অভাবি সংসার। পরিবার সূত্রে জানা গেছে শুক্রবার দুপুর ৩ টা নাগাদ কর্মরত অবস্থায় ইলেকট্রিক শক লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মূর্ছা যায়। তার সহকর্মীরা উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।সহ কর্মীরা ফোন মারফত পরিবারে মৃত্যুর খবর জানাই। মৃত্যুর খবর চাউর হতেই পরিবারসহ এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া।
রাজকুমার সরকারের পরিবার রয়েছে বৃদ্ধ বাবা জিতেন সরকার (৫৫)। আগে শ্রমিকের কাজ করলেও বয়সের ভারে এখন তেমন কাজ করতে পারেন না। মা উমা সরকার গৃহিণী। এক ভাই শম্ভু সরকার ও বোন সুজিতা সরকার। পরিবার চলতো পরিযায়ী শ্রমিক রাজু সরকারের উপার্জনে। এখন অথৈ জলে গোটা পরিবার। পরিবারের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে।
মৃত পরিযায়ী শ্রমিক রাজকুমার সরকারের বোন সুজিতা সরকার বলেন,' দাদা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর থেকেই সংসারে বোঝা টানার জন্য ভিন রাজ্যে কাজে যেতেন। গতকাল পাইপলাইনে কর্মরত অবস্থায় ইলেকট্রিক শক লেগে মারা গেছেন। এখন আমাদের পরিবার কিভাবে চলবে বুঝতে পারছি না। যে কোম্পানি কাজে নিয়ে গেছিল তারা ও রাজ্য সরকার আমাদের পাশে দাঁড়ালে সুবিধে হবে।'
স্থানীয় বাসিন্দা অরুন মন্ডল বলেন,' বাড়ির বড় ছেলে ছিল রাজকুমার। সে খেটে সংসার চালাতো। তার মারা যাওয়ায় পরিবারের আর্থিক অবস্থা অচল হয়ে পড়ল। সরকার পরিবারের পাশে দাঁড়ালে বেশ সুবিধে হতো।'

সুন্দরবনকে রক্ষা করার বার্তায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাসন্তী

আপনজন: একদিকে রক্তের ঘাটতি আর অপর দিকে বিশ্ব উষ্ণায়ণ। দুটি বিষয় কে প্রাধান্য দিয়ে রক্তদান উৎসবের আয়োজন করলো বাসন্তী ব্লকের মসজিদবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত।পঞ্চায়েত সংলগ্ন স্থানীয় হাইস্কুলে শনিবার রক্তদান উৎসবের সুচনা করেন পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার। উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্টজনেরা।এদিন রক্তদান উৎসবে ১২০ জন পুরুষ-মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।বিশ্ব উষ্ণায়ণের কবল থেকে সুন্দরবন কে বাঁচানোর বার্তা দিয়ে পঞ্চায়েতের তরফে রক্ত দাতাদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়।রক্তদাতাদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ তুলে দেওয়া প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার জানিয়েছেন, 'রক্তের কোন বিকল্প হয় না।ফলে একজন মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচাতে গেলে রক্তের প্রয়োজন। স্বেচ্ছায় রক্তদান না করলে সমস্যা মিটবে না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জের, স্বামীকে 'ভুল' ওষুধ প্রয়োগ করে খুন!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্বামীকে 'ভুল' ওষুধ প্রয়োগ করে খুনের অভিযোগ উঠলো স্ত্রীর বিরুদ্ধে। প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই এই ঘটনা ঘটানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা জানতে পেরেই উত্তেজিত জনতা হাওড়ার বাঁকড়ায় প্রেমিকের ওষুধের দোকানে ও বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। হাওড়ার বাঁকড়ার মুন্সীডাঙা সর্দার পাড়ায় ওই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ। অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা নাসিম সর্দারের 'ভুল' ওষুধ খাওয়ার জন্য মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে, নাসিমের স্ত্রী তার প্রেমিকের ওষুধের দোকান থেকে ইচ্ছে করেই 'ভুল' ওষুধ কিনে খাইয়ে নাসিমকে 'খুন' করে। এরপরেই এলাকার মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রেমিক মোর্সেলিমের বাড়িতে ও দোকানে ভাঙচুর চালায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাঁকড়া ফাঁড়ির পুলিশ। আটক করা হয়েছে মৃতের স্ত্রীকে।

খালে পারাপার করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: মাঠের কাজ সেরে জোড় পারাপার করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মৃতের নাম সমর বাউরী । বাঁকুড়ার মেজিয়ার লক্ষণবাদী গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে খবর , গতকাল বিকেলে গ্রাম লাগোয়া জোড়ের ওপারে মাঠের কাজে যায় ওই ব্যক্তি। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে জোড় পারাপার করতে গিয়ে জলে তলিয়ে যান ওই ব্যক্তি। পরে পরে পুলিশে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। গতকাল বিকাল থেকে তল্লাশি চালানোর পর। আজ সকালে জোড় থেকে ওই ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার করে সিভিল ডিফেন্স টিম। পুলিশ মৃতদেহটি, ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক বলেন, জয়নগর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ১২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান,উপপ্রধান ও সদস্যদের হাতে আম,সবেদা,আপেল কুল ও জামরুল গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়।মোট ৪৮ হাজার গাছের চারা এদিন বিতরণ করা হয়।আগামীতে আরো গাছের চারা বিতরণ করা হবে।

পথ নিরাপত্তায় ক্যানিং পুলিশ

আপনজন: ক্যানিং ট্রাফিকের উদ্যোগে সচেতনতার বার্তা দিয়ে শনিবার পালিত হল 'সেফ ড্রাইভ,সেভ লাইফ' কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,ট্রাফিক ওসি স্বপন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

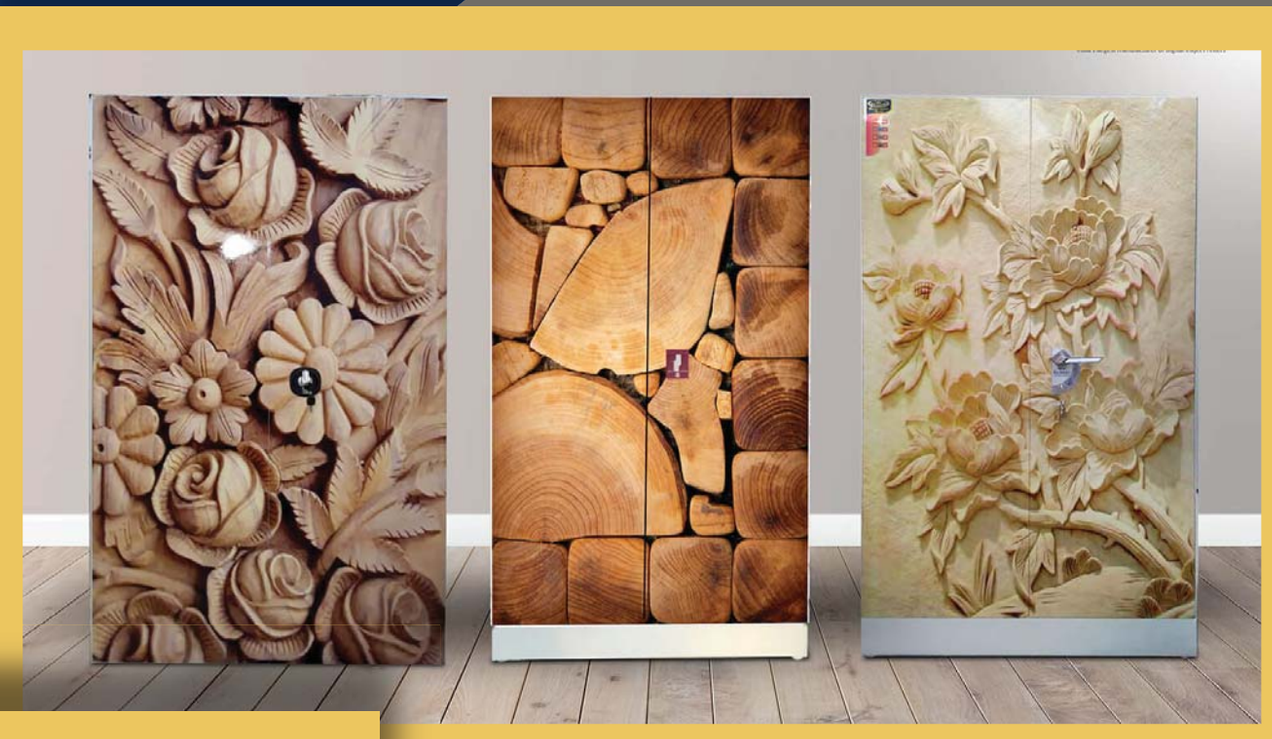

ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি

জেলা ভিত্তিক ডিলারশিপ চাই

৯৭৩২৮৮০১১০

RIMEX
We Make Furniture For Needs

Since 2011

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: অসাম্প্রদায়িক ভারতের স্বপ্নচারী একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর গল্প: মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
- নিবন্ধ: ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম মহিলা
- অণুগল্প: ব্লাড গ্রুপ
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: প্রতিবাদের বিস্ফোরণ

আপনজন ■ রবিবার ■ ২৫ আগস্ট, ২০২৪

অসাম্প্রদায়িক ভারতের স্বপ্নচারী একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর গল্প

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

যেসব ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তাদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অন্যতম, যিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারতের। তিনি একাধারে কবি, লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ। লিখেছেন

সাইদুল ইসলাম...

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতভাগ এই উপমহাদেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই ঘটনার ফলস্বরূপ ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই চিরবৈরী রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি পরিবর্তন হয়েছে এই অঞ্চলের ভূরাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রায় সবকিছুরই। ১৯৪৭ সালের এই বিভক্তির আগে প্রায় দু'শো বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশকালে বিভিন্ন সময়ে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর আবির্ভাব হয়েছে, যারা একটি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। যেসব ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, তাদের মধ্যে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ অন্যতম, যিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারতের। তিনি একাধারে কবি, লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদ।

মাওলানা আজাদ ছিলেন সকল ধর্ম, গোত্র এবং সম্প্রদায়ের ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, পারস্পরিক ধর্মীয় সহাবস্থান নিশ্চিত করে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই একটি শক্তিশালী, স্বাধীন ভারত অর্জন করা সম্ভব। তাই তিনি, তার সমস্ত রাজনৈতিক জীবনে এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সংগ্রাম করে গেছেন। সেই সংগ্রামীকে নিয়েই আজকের এই লেখা।

পারিবারিক ইতিহাস

মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আফগানিস্তানের হেরাত শহরের বাসিন্দা। মুঘল সম্রাট বাবরের শাসনামলে তারা ভারতে আসেন এবং প্রথমে আগ্রায় ও পরবর্তীকালে দিল্লিতে স্থায়ী হন। আজাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ধর্মবেত্তা। ভারতে আসার পর তারা বিভিন্ন মুঘল সম্রাটের আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হন।

আজাদের বাবার মাতামহ মাওলানা মুনাবরউদ্দীন ছিলেন 'রুকন উল মুদাসরিন', যা ছিল শিক্ষা বিষয়ক একটি পদবি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় আজাদের পিতা খায়েরউদ্দীন মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানেই সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেন।

১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর সেখানে আজাদের জন্ম হয়। তারপর ১৮৯০ সালে তার পিতা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। খায়েরউদ্দীন কলকাতায় মৃত্যুবরণ করার পর থেকে আজাদের পরিবার এখানেই স্থায়ী হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা

আজাদের পরিবার ছিল ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল। তাই ছোটবেলায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। তখনকার সময়ে প্রচলিত স্কুল কিংবা মাদ্রাসা শিক্ষায় খায়েরউদ্দীনের এর খুব একটা আস্থা ছিল না। তাই তিনি বাড়িতেই আজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাড়িতেই আজাদ আরবি ভাষায় গণিত, জ্যামিতি, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন।

তরুণ বয়সে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের লেখা পড়ে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তার চিন্তাধারায় পরিবর্তন ঘটে। তিনি আধুনিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। তাই ইংরেজী শিক্ষায় ব্রতী হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিজ প্রচেষ্টায় দক্ষতা অর্জন করেন।

সে সময়ে সমাজের প্রচলিত রীতি, পদ্ধতি আর বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। একটা সময় তার ওপর পরিবারের সমস্ত শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে। বিদ্রোহের এক নতুন বোধে তার মন-প্রাণ ছেয়ে যায়। তখন নিজের নামের শেষে 'আজাদ' যুক্ত করেন, যার অর্থ মুক্ত।

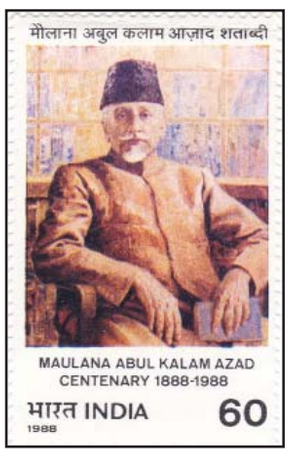

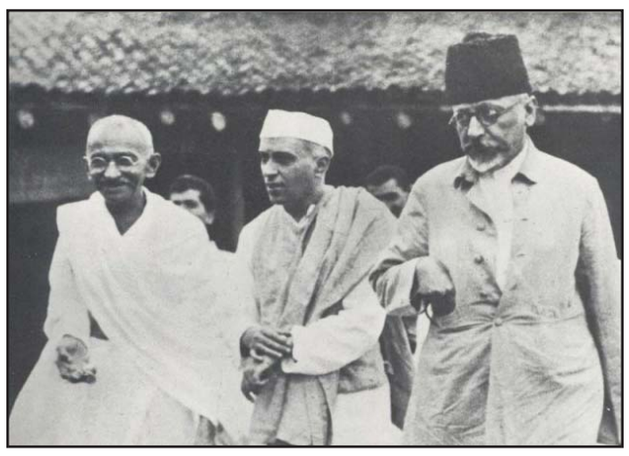

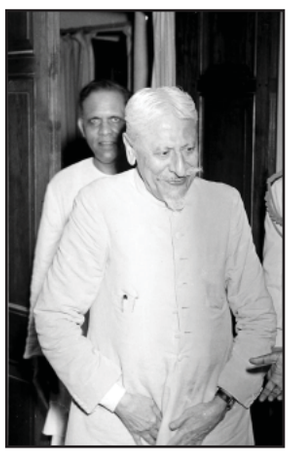

রাজনীতিতে প্রবেশ

আজাদ যখন বিপ্লবী চিন্তাধারায় একটু একটু আকর্ষণ অনুভব করছেন, ঠিক তখন তিনি শ্রী অরবিন্দ ঘোষ এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মতো বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

তার কিছুদিন পর তিনি মিশর, তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন এবং সেসব দেশের বিপ্লবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব করতেই হবে। তাই দেশে ফেরার পর তিনি মানুষকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে 'আল হিলাল' নামে উর্দুতে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা শুরু করেন। এই পত্রিকা ব্রিটিশদের সমালোচনা করে এবং মানুষের মাঝে বিপ্লব ছড়িয়ে দিয়ে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

ফলে অল্পদিনেই পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং উর্দু সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক মাইলফলক সৃষ্টি করে। জনপ্রিয়তা দেখে ব্রিটিশ সরকারের পিলে চমকে যায় এবং তড়িঘড়ি করে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করে।

পরবর্তীকালে আজাদ 'আল বালাঘ' নামে আরো একটি পত্রিকা চালু করলে ব্রিটিশ সরকার সেটিও বাজেয়াপ্ত করে দেয়।

ব্রিটিশ সরকার উপায়ান্তর না দেখে তাকে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে। আজাদ বিহারে চলে যান। কিন্তু সেখানেও তাকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। ১৯২০ সালের পহেলা জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান এবং কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় এসে তিনি খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ততদিনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। খিলাফত আন্দোলন আর অসহযোগ আন্দোলন একসাথে চলার ফলে তিনি গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন। আজাদ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং যুগপৎভাবে অসহযোগ এবং খিলাফত, দুই আন্দোলনেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার সারাদেশে ধরপাকড় শুরু করলে তিনি অন্যান্য কংগ্রেস নেতার সাথে গ্রেফতার হন এবং দু' বছর কারাবাস শেষে মুক্তি পান। এই সময়ে তিনি শীর্ষ কংগ্রেস নেতাদের একজন হয়ে ওঠেন এবং ১৯২৩ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

রাজনৈতিক বিচক্ষণতা

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতের বড়লাট ভারতের হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে জাপানি বাহিনী বার্মা পর্যন্ত চলে আসে।

এমতাবস্থায় যুদ্ধে যোগদানের প্রশ্নে কংগ্রেস দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। এই ক্রান্তিকালে মাওলানা আজাদ আবার কংগ্রেস সভাপতি (১৯৪০-৪৬) নির্বাচিত হন।

মাওলানার সাথে গান্ধীজীর সম্পর্ক ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ এবং অত্যন্ত গভীর। গান্ধীজীর সকল আন্দোলনেই মাওলানা আজাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর বাইরেও আজাদের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ব্যতীত প্রায় কোনো রাজনীতিবিদই যখন 'গান্ধী প্রভাব বলয়' হতে বের হয়ে আসতে পারেননি, তখন মাওলানা আজাদ ছিলেন ব্যতিক্রম।

"যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেয়, তবে কংগ্রেসের উচিত যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে যোগদান করা।"

যুদ্ধে যোগদান প্রশ্নে এটিই ছিল আজাদের অভিমত। অপরদিকে মহাত্মা গান্ধী অহিংসবাদী হওয়ায় ছিলেন যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী। "ভারতের কোনোভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ উচিত নয়, এমনকি স্বাধীনতা দিলেও নয়"- এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর অভিমত। অন্যান্য নেতার গান্ধীজির মতামতের বাইরে যাওয়ার সাহস হয়নি। অথচ এ ব্যাপারে আজাদের চিন্তাভাবনা ছিল সুদূরপ্রসারী এবং যুক্তিসঙ্গত।

মাওলানা আজাদ অহিংসবাদের বিরোধী ছিলেন, ব্যাপারটা এমন নয়। তিনি অহিংসবাদকেও সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, "দেশের ভেতরের স্বাধীনতা সংগ্রাম আর বাইরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম এক জিনিস, আর স্বাধীন হওয়ার পর লড়াই করা অন্য জিনিস। এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।"

এ থেকে আমরা মাওলানা আজাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাই। তিনি ছিলেন দেশভাগের বিরোধী। তাই ১৯৪০ সালে যখন লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন শুরু থেকেই তিনি এর বিরোধিতা করেন।

অসাম্প্রদায়িক স্বাধীন ভারতবর্ষ অর্জন ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই তিনি সংগ্রাম করে গেছেন সবসময়। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে মুসলমানসহ সব ধর্মের মানুষদের কী উপকারিতা, অপকারিতা- এসব দিক বিবেচনা করেই এই অবস্থান নিয়েছিলেন।

তিনি লাহোর প্রস্তাবের বিপরীতে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে একটি সমাধান বাতলে দিয়েছিলেন। সেটি হলো- ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ কেন্দ্রীয় সরকারে ন্যস্ত করে প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা ছিল। এই প্রস্তাবে মহাত্মা গান্ধীরও পূর্ণ সমর্থন ছিল।

পরবর্তীকালে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ সরকারের প্রেরিত ক্যাবিনেট মিশনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়, যেখানে পুরো ভারতবর্ষকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। ক্যাবিনেট মিশন সফল হলে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র নিঃসন্দেহে আজ অন্যরকম থাকতো।

দেশভাগের ব্যাপারে মাওলানা আজাদের অভিমত,

"গোটা ভারতই আমার ভূখণ্ড এবং আমি এর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলার অংশীদার- একজন মুসলমান হিসেবে আমার এই অধিকার আমি কিছুতেই বিসর্জন দিতে রাজি নই। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের সব ছেড়ে দিয়ে শুধু তার একটা মাত্র টুকরো নিয়ে খুশি হওয়া- আমার কাছে নিশ্চিতভাবে সেটি কাপুরুষতা বলে মনে হয়।"

ভারতভাগের সমস্ত প্রস্তুতি নিতে যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন সর্বশেষ ভাইসরয় হয়ে ভারতবর্ষে আসেন, তখনও মাওলানা আজাদ চেষ্টা করেছেন তা ঠেকাতে। সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরুর মতো কংগ্রেস নেতারা যখন ভারতভাগের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, তখন তিনি তাদের সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক করে, এর পরিণাম সম্পর্কে বুঝিয়ে তাদেরকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তারা যখন এতে রাজি হচ্ছিল না, তখন মহাত্মা গান্ধীর সাথে এ নিয়ে কথা বলেছেন, সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে তর্ক করেছেন এবং অনুরোধ করেছেন তাদেরকে ঠেকাতে। কিন্তু ততদিনে গান্ধীজিও তাদেরকে সমর্থনকারীদের দলে।

এই সময়টাতে মাওলানা আজাদ কঠিন মনঃকষ্টে দিন কাটিয়েছেন। তার চোখের সামনে ভারত এভাবে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেননি।

সৃষ্ট ভারত এবং পাকিস্তান সম্পর্কে তার মূল্যায়ন এমন,

"ভারতীয় উপমহাদেশ এমন দু'টি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে, যারা পরস্পরকে ঘৃণা আর ভয়ের চোখে দেখে। পাকিস্তান মনে করে, ভারত তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবে না এবং বাগে পেলেই তাকে শেষ করে ফেলবে। তেমনি ভারতও মনে করে, পাকিস্তান সুযোগ পেলেই তাকে বিপদে ফেলবে এবং ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।"

মাওলানা আজাদ এবং জওহরলাল নেহেরু ছিলেন প্রাণপ্রিয় বন্ধু। রাজনৈতিক কোনো মতভেদ কখনোই তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরাতে পারেনি।

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত মাওলানা আজাদের আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম' গ্রন্থটি জওহরলাল নেহেরুকে উৎসর্গ করেছেন।

মাওলানা আজাদ স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি এই মহান নেতা মৃত্যুবরণ করেন। তার নামে কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। ১৯৯২ সালে তাকে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারতরত্ন (মরণোত্তর) খেতাবে ভূষিত করা হয়। স্বাধীন ভারতে শিক্ষাবিস্তারে তার উজ্জ্বল ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে তার জন্মদিনটি সমগ্র ভারতে 'জাতীয় শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম মহিলা

মহ. মোসাররাফ হোসেন

১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে লর্ড ক্লাইভের যুদ্ধের নামে প্রহসনের ফলে বাংলা তথা ভারতবর্ষের যে সূর্য ডুবে গিয়েছিল, সেই সূর্যের উদিত হতে সময় লেগেছিল প্রায় দু'শো বছর! নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতের মানুষ নিজেদের দেশকে স্বাধীন করতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল ৫৪ বার! ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম ঐক্য ব্রিটিশ শাসনের ভিতকে টলিয়ে দেয়! তবুও ভারত স্বাধীন হতে প্রায় আরও একশো বছর অপেক্ষা করতে হয়! এই ভারতকে স্বাধীন করতে গ্রাম গঞ্জ শহর নগরের আপামর ভারতবাসীর অবদান অনস্বীকার্য! স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে স্বাধীনতা সংগ্রামী মুসলিম পুরুষদের নামের তালিকা সহজে পাওয়া গেলেও মুসলিম বীরাঙ্গনাদের নামের তালিকা পাওয়া সহজ নয়! কারণ মুসলিম সমাজের পর্দা প্রথা ও পুরুষ শাসিত সমাজে মহিলাদের রাজনীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল না! তাই স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম মহিলারা অংশগ্রহণ করেও অন্তরালেই থেকে গেছে! তবুও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম মহিলাদের অবদান আলাদা ভাবে আলোচনা দরকার। কেননা, যে জাতি নিজেদের কৃষ্টি, ইতিহাস, ঐতিহ্য চর্চা ও চর্যা করে না ; সে জাতি বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হয়! তাছাড়া বর্তমানে ভারতবর্ষের একটি বিশেষ শ্রেণি, মুসলিমদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মুছে দিতে চায়! অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইতিহাস চর্চা জরুরী! বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ৫০ জন মুসলিম মহিলার নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে; স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা কীরূপ তা দেখে নেওয়া যাক!

বেগম হযরত মহল :-

১৮২০ সালে ফৈজবাদের এক গরীব পরিবারে জন্ম হয় বেগম হযরত মহলের! তিনি ছিলেন নবাব ওয়াজেদ আলীর দ্বিতীয় পত্নী! ১৮৫৭ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার বেগম বীরাঙ্গনা হযরত মহল স্বদেশ ভূমিকে স্বাধীন করতে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ রানীর শর্ত মেনে চলতে অস্বীকার করেন বেগম হযরত মহল! এক সময় ভারতীয় সিপাহীরা বেগম হযরত মহলকে অভিভাবিকা করে যুদ্ধ ঘোষণা করে! যুদ্ধ পীড়িত শহরে গরিবের শেষ আশা ভরসা স্থল ছিল বেগম হযরত মহল! বীরাঙ্গনা হযরত মহল ১৮৭৯ সালে নেপালের কাঠমান্ডুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন!

বীর মাতা বি-আম্মা:-

মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী অর্থাৎ আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা আবেদা বানু বি-আম্মা নামে পরিচিত! ১৯১৭ সালে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেসনে সভানেত্রী ছিলেন অ্যানি বেসান্ত।এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতা পাঠ করেন।বোরখা পরিহিতা বি-আম্মা তাঁর স্বেচ্ছা সেবিকা বাহিনী নিয়ে অধিবেশনে উপস্থিত হলে বন্দে মাতরাম, আল্লাহু আকবার, কংগ্রেস কি জয়, বি-আম্মা কি জয়, রবে সভাগৃহ মুখরিত হয়! বি আম্মার মতো পর্দানশীলা মহিলার ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে মুসলিম মহিলারা স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।তাঁকে নিয়ে কবিতা রচিত হয়..." আলিদের মাতা নহ শুধু তুমি, মাতা সারা হিন্দের /ভারতের সব ধর্মের নর নারী বৃন্দের! "

দৌলত-উন-নিসা :-

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীরাঙ্গনা দৌলত-উন-নিসা অসহযোগ আন্দোলনের মহিলা সমিতির পক্ষে গ্রামে গ্রামে প্রচার কাজ চালান। সেই সঙ্গে চরকায় সুতা কাটার আহ্বান জানান। মেয়েদের লেখাপড়া চর্চার কেন্দ্রেও তিনি গড়ে তোলেন।এক সময় দৌলত উন নেশা ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং বিচারে তার কারাদণ্ড হয়!

আজিজুন বাঈ :-

ঘোড়ার পিঠে চেপে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত তিনি ইংরেজদের হাতে বন্দি হন এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়! আজিজুনের নেতৃত্বে একদল মহিলা সিপাহী পুরুষদের পোশাক পরে যুদ্ধ করতেন! তাঁরা অস্ত্র হাতে ঘোড়ায় চড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানাতেন! যুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় সেনাদের জল সরবরাহ থেকে শুরু করে সিপাহীদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতেন!

নুরুন্নেসা :-

এই বিদূষী মহিলা ছিলেন টুপি সুলতানের বংশধর! গুপ্তচরবৃত্তি ও গেরিলারা ট্রেনিং প্রাপ্তা নুরুন্নেসা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন! কিন্তু তিনি জার্মানিতে ধরা পড়েন এবং তাকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।তিনি ইংরেজিসহ বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন।

জামিলা খাতুন :-

উত্তরপ্রদেশের মুজাফফর নগরে এক পাঠান মুসলিম পরিবারে ১৮৩৫ সালে তাঁর জন্ম! সংগ্রামী বীরাঙ্গনাদের অন্যতম জামিলা খাতুন মহিলা বাহিনীর গঠন করে ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।তিনি ইংরেজ সৈন্যদের খাবারের বিষ মাখিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যান এবং ১৮৫৭ সালেই তাঁর ফাঁসি হয়!

বদরুন্নেসা:-

পাঁচ সন্তানের মা এই স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলা বহুবার ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েছেন এবং জেল খেটেছেন! দেশকে স্বাধীন করতে ইংরেজদের হাতে বহুবার লাঞ্ছিত হয়েছেন!

আসগরী বেগম :-

১৮১১সালে মুজাফফর নগরে জন্মগ্রহণ করেন আসগরী বেগম। তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেন।সক্রিয়ভাবে যেসব মহিলা স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরে তাদের মধ্যে অন্যতম আসগরী বেগম এক সময় ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে এবং ইংরেজরা ১৮৫৮ সালে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ করে পুড়িয়ে মারে।

মাজেরা খাতুন :-

নিজস্ব নারী বাহিনী গঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মহিলা সিপাহীদের জন্য তিনি নিজস্ব ড্রেসকোড তৈরি করেন।ফলে সহজে বোঝা যেত না যে, সেই সব সিপাহী গুলি মহিলা না পুরুষ অর্থাৎ ছদ্মবেশ ধারণ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং শাহাদাত বরণ করেন!

রাহিলা খাতুন :-

১৯১৩ সালের ১৭ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার ঝুনকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।তিনি অনুশীলন সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন! ১৯৩৭ সালে নারী সদস্যা হিসেবে অনুশীলন সমিতির সেবা বিভাগে যোগদান করেন! গোপনে খবর দেওয়া, ওষুধ সংগ্রহ, খাদ্য পরিবেশন, বিপ্লবীদের আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ ইত্যাদি কাজ তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

হোসেনে আরা বেগম :-

১৯১৬ সালের ৮ ই জুলাই উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।মাওলানা মুহাম্মদ এবাদতউল্লাহর কন্যা এবং ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী বীরাঙ্গনা হোসেনে আরা বেগম ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন।মেয়েদেরকে শিক্ষা দীক্ষা, দেশ সেবা, চরকায় সুতো কাটা, সেলাই কাজ করা এবং সবদিক থেকে স্বনির্ভর হয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করতেন! তিনি মহিলা সমিতির মিছিল পরিচালনা করতেন।আন্দোলন অবস্থায় কলকাতা মুভমেন্ট হলের কাছে তিনি ধরা পরেন এবং তার কারাবাস হয়।আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে তাকে বহরমপুর জেলে পাঠানো হয়! তার নেতৃত্বে মিছিলে বন্দেমাতরম, আল্লাহু আকবার ধ্বনি মুখরিত হয়।ছয় মাস পর জেল থেকে তিনি মুক্তি পেলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে ফুলের মালা দিয়ে অভিবাদন জানান। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা মুজাফফর আহমদ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁকে সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি কারাবরণ করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৯ সালে অধুনা বাংলাদেশের ঢাকায় চলে যান এবং সেখানেই ১৯৯৮ সালের ৩০ শে মার্চ পরলোক গমন করেন।

এছাড়াও সাওলাতুন নেসা, অ্যাডভোকেট বেগম সাকিনা মোয়াজ্জেদা, অরুনা আসাফ আলী, জোহরা খাতুন, সুফিয়া খাতুন, লায়লা সামাদ, আবিদা বিবি, জোহরা বিবি, আদালা সুলতানা, জদ্দন বাঈ, হাজেরা বেগম, বন বিবি, হাবিবা খাতুন, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, বেগম আলী সাহেবা, আমজাদি বেগম, সৈয়দা মোতাহেরা বানু, কুলসুম সাইয়ানি, বেগম নিসাতুন নেসা মোহানি, জামালুন্নেসা, সায়েদা খাতুন, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, হাজেরা বিবি ইসমাইল, বেগম আনিস কিদোয়াই, বেগম মেহবুব ফাতিমা, সায়েদ ফখরুল হাজিয়া হাসান, বেগম আজিজা ফাতিমা ইমাম, উমেদা বাঈ, জুবাইদা দাউদি, সাদাফ বানু কিচলি, জুলেখা বেগম, নিসাতুন্নেসা বেগম প্রমুখ।

কিন্তু, হায় যাঁদের আন্দোলনে আমরা আজ স্বাধীন মানচিত্র পেয়েছি, তাঁরাকে কতটুকু মনে রেখেছি! চর্চা করেছি, তাদেঁর শুভ কাজে কতটুকু অনুপ্রাণিত হয়েছি! নিজেকে আজ প্রশ্ন করার সময় এসেছে, নিজেরই প্রয়োজনে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে।

(লেখক প্রাবন্ধিক ও সহকারী শিক্ষক,আই সি আর হাই মাদ্রাসা উ.মা.)

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

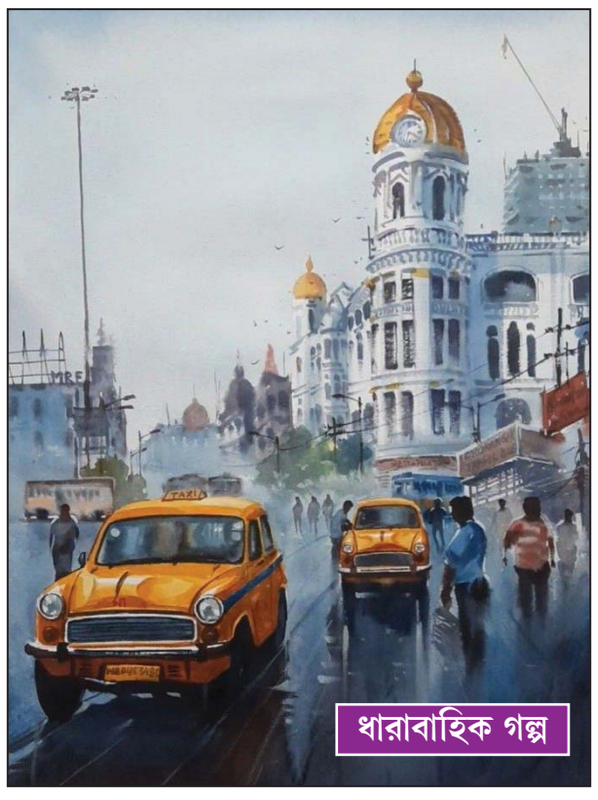

তেইশ

রাস্তার দু'ধারে ঘন বাবলা গাছের সারি প্রাকৃতিক সামিয়ানা হয়ে উঠেছে। মাঠের মাঝ দিয়ে একেবেঁকে চলা এই দীঘল পথের শেষে রায়হানদের বাড়ি। বাড়ির ঠিক সামনে বড় একটি সবেদা গাছ ওই এলাকাটিকে ছায়া শীতল করে তুলেছে। তার ঘন পাতার কারণে এক চিলতে সূর্যের আলোও মাটিতে পৌছাতে পারে না। এ কারণে নিচে ছোট কোন গাছতো দূরের কথা, ঘাসও জন্মায় না। উত্তর ও দক্ষিণে বড় বড় মেহেগুনি আর দেবদারু গাছ। পূর্বপাশে বিস্তৃণ ফসলের ক্ষেত। আলু তোলার মৌসুম শুরু হওয়ায় যতদূর চোখ যায় ততদূরেই আলুর স্তুপ। মাঝে মাঝে গমের ক্ষেতের সবুজ আভা প্রকৃতিকে এক অন্যমাত্রা যোগ করেছে।

রায়হান গাড়ি দাঁড় করায় সবেদা গাছের নিচে। তারা গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঘরের কোণায় যেয়ে রায়হান গলা উঁচিয়ে হাঁক ছাড়ে, 'তিতলি, ও তিতলি; কোথায় তুই? দেখ কে এসেছে। তোর ছোটভাই, এই যে আমি এসেছি; দেখে যা এদিকে আয়।'

তিতলি উৎভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রায়হানকে দেখে বলল, 'ছোটভাই তুই এতদিনে এসেছিস!' আর কোন কথা বলতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। রায়হান দৌঁড়ে যায় সেদিকে।

রূপা তিতলির বাম হাত ধরে বোঝার চেষ্টা করে আসলে কী হয়েছে।

'তিতলি, শরীরের একি হাল হয়েছে তোর? কেমন করে হলো এসব?' কাঁদো কাঁদো হয়ে বলতে থাকে রায়হান। ছোট ভাইয়ের কথার কোন উত্তর দেয় না তিতলি। যেভাবে বেহুশ হয়ে ছিল সেভাবেই পড়ে থাকে।

রায়হানের গলা শুনে অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সূচনা বেগম। রায়হান তাকে দেখে বলল, 'ভাবী আমার বোনের কী হয়েছে? ও বেহুশ হয়ে পড়লো কেন?' তার চোখ থেকে অবিরাম ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

'আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। একটা মানুষকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি; তাছাড়া ওর পেছনে অনেক টাকা খরচ করেছি। প্রথম প্রথম বলতো মাথা ঘুরছে। তোমার ভাইতো আর তোমার মতো বড়লোক নয় যে, টাকার পর টাকা ঢালবে একজনের পেছনে। সংসার চালাতে যে হিমশিম খায় সে ওষুধ কেনার টাকা পাবে কোথায়?'

'তাই বলে আমার বোনটাকে তোমরা মেরে ফেলবে? কত টাকা লাগবে হ্যাঁ, কত টাকা?' রায়হান দেঁড়ে যায় গাড়ির কাছে। গাড়িতে থাকা ব্রিফকেস থেকে পাঁচশত টাকার দুটি বাণ্ডিল এনে ছুঁড়ে দেয় সূচনা বেগমের দিকে। কত টাকা লাগবে বললে না ভাবী? আমার সবকিছু নিয়ে নাও, আমি কিচ্ছু চাইনা। বিনিময়ে আমার তিতলিকে আগের সেই তিতলি বানিয়ে দাও। ছিঃ ভাবী; তোমরা এত নীচ ভাবতেই কষ্ট হয়।'

সূচনা বেগম কোন কথা বলে না, নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ এ বাড়িতে কী শুরু হয়েছে তা বুঝে উঠতে পারে না সে।

রূপা রায়হানের হাত ধরে বলল, থামো রায়হান। উত্তেজিত হবার সময় এখন নয়। তার চেয়ে চলো আমরা তিতলিকে ক্লিনিকে নিয়ে যায়। আমার মনে হয় খুব বেশি কিছু হয়নি। রক্তশূন্যতায় মাথা ঘুরে জ্ঞান হারিয়েছে।'

রূপার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রায়হান বলল, 'তুমি আমাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করছো? আমি যার জন্যে আজও বেঁচে আছি সেই ছোট্ট বোনটা আমার মাটিতে শুয়ে; বলো, আমি কীভাবে এ ব্যথা সহ্য করবো?' তিতলির মাথার কাছে বসে তার মাথায় হাত রাখে রায়হান। 'ওঠ তিতলি; ওঠ। দেখ তোর জন্যে কত্ত কিছু নিয়ে এসেছি। চেয়ে দেখ সুন্দর লাল শাড়িও এনেছি। একবার পরে দেখবিনা? পরে আমাকে দেখাবি না তোকে কেমন লাগে। ওঠ; আর চুপ করে থাকিস না।' বোনের মাথা কোলের ওপর নিয়ে অঝরে কাঁদতে থাকে রায়হান।

'তুমি কী পাগল হয়ে গেলে রায়হান? বোনকে নিয়ে কাঁদলে কী সব সমস্যার সমাধান হবে?'

'আমার সব শেষ হয়ে যাচ্ছে রূপা। কার জন্যে এতটা বছর পরিশ্রম করেছি বলতে পারো তুমি?'

'বেশি দেরি করলে সমস্যা আরও বাড়বে। তার চেয়ে চলো ক্লিনিকে নিয়ে যাই।'

তিতলিকে নিয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ক্লিনিকে রূপার পরিবারের সবাই চিকিৎসা হয়। তাছাড়া আগামী কালই এখানে সে ডাক্তার হয়ে আসছে। ডাক্তার দাসের চেম্বারে যায় রায়হান আর রূপা। রূপা ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আঙ্কেল আমার বোনকে এখানে ভর্তি করেছি। বাড়িতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলো এখনো জ্ঞান ফেরেনি।'

বিস্ময় প্রকাশ করে ডাক্তার। 'তোমার বোন! তোমার কোন বোন আছে বলেতো আমার জানা নেই।'

রূপা বলল, 'সব কথা পরে হবে। আগে আমার বোনটাকে সারিয়ে তুলুন। প্লিজ আঙ্কেল ওকে আপনি বাঁচান।'

'তুমি নিজের রুগী দিয়েই কর্মজীবন শুরু করো।'

'না আঙ্কেল, আমি নিজেকে ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি দেখুন প্লিজ।'

'টাকার কোন চিন্তা করবেন না; যত টাকা লাগে আমি দেবো।' রায়হান বলল।

'টাকা দিয়ে সবকিছু হয় না বাবা। বাঁচা মরা সবই সেই করুণাময়ের ইচ্ছাতে হয়। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। দেখি কী করতে পারি। তাছাড়া অসুখ হয়েছে, সেরে যাবে। এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। তাছাড়া রূপা আমার চেয়েও বড় ডাক্তার। সেতো সব বোঝে।'

ডাক্তার তিতলিকে প্রাথমিকভাবে দেখে কয়েকটি পরীক্ষা করার জন্য বললে রায়হান আর রূপা দ্রুত সেগুলো করিয়ে আনে। ডাক্তার রিপোর্টগুলো দেখে বলল, 'দেখো বাবা, সব ডাক্তারের উচিৎ সত্য কথা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অভিভাবকদের কাছে খুলে বলা। বলতে খারাপ লাগলেও বলতে হচ্ছে তোমার বোনের....'

কথা শেষ করতে পারেনা ডাক্তার। রায়হান বলে ওঠে, 'কী হয়েছে ডাক্তার সাহেব আমার বোনের! খারাপ কিছু?'

রূপা নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের মুখের দিকে। তিনি কী বলেন তা শোনার জন্যে। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে থাকে যাতে ডাক্তার আঙ্কেল কোন খারাপ সংবাদ না দেন।

ডাক্তার চোখ থেকে চশমাটা টেবিলে ওপরে রেখে বলল, 'রোগীর ব্রেন টিউমার হয়েছে।'

বোনের এতবড় অসুখের সংবাদ শুনে রায়হানের চোখ থেকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে হার মানিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। ডাক্তার সান্ত্বনা দেয় তাকে। রূপাও অনুরূপ ভেঙে পড়ে তিতলির জন্যে। সেও চোখ মোছে বারবার।

রূপা সদ্য বিদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। এখনো কোথাও প্রাক্টিস শুরু করেনি।

'মা, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। এখন যা কিছু আছে তা তোমার হাতেই।' ডাক্তার রূপাকে উদ্দেশ্য করে বলল কথাটি।

রূপা সম্প্রতি লণ্ডন থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসেছে। সে এখন নিউরোলজিস্ট সার্জন। সে ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমিই অপারেশনের করবো। তবে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

ডাক্তার হাসিমুখে বলল, 'কেন নয়? আমিতো এটাই চেয়েছিলাম। নিজের রুগী দিয়েই তুমি তোমার কর্মজীবন শুরু করবে।'

'আপনি আমাকে দোয়া করুন আঙ্কেল।'

'আমি যেদিন জেনেছি তুমি ডাক্তারী পড়ছো সেদিন থেকেই আমি কামনা করি তুমি বড় ডাক্তার হও। একটা কথা মা, এই অপারেশনের ওপরে তোমার ক্যারিয়ারের সমস্তটাই নির্ভর করবে। আর সবাই জানে ব্রেন টিউমারের নাইনটি এইট পারসেন্ট রোগী ভাল হয় না। তাই বলছিলাম, তুমি আর একবার ভেবে দেখো।'

'না আঙ্কেল; আমি আর ভাবতে চাই না। আমি এই অপারেশন করতে চাই। আপনি ব্যবস্থা করতে পারলে খুব ভাল হয়।'

'ওকে মাই চাইল্ড, তুমি যা ভাল বোঝ সেটাই করো। আমি ব্যবস্থা করছি।'

ডাক্তারের সম্মতিতে রূপা মনে মনে খুশি হয়। আবার জীবনের প্রথম অপারেশন করবে ভাবতেই গা শিউরে উঠেছিল বার দু'য়েক। মনে মনে ভাবে, অপারেশনটা যদি সাকসেসফুল না হয় তাহলে রায়হানের কাছে সারা জীবনের মতো ছোট হয়ে যাবে। সে কীভাবে বুঝ দেবে তাকে? ভাবনা চিন্তার কোন কুল কিনারা করতে পারে না রূপা। তিতলির জীবনের শেষ পরিণতিটা দেখতে চায় সে।

অপারেশন থিয়েটারে প্রবেশ করে রূপা। তার সহযোগী হিসাবে আছে ডাক্তার পোদ্দার যিনি এই ক্লিনিকেরই ইনচার্জ। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে তিতলির ভাই-ভাবী, ভাইপো, ছোটভাই রায়হান আর রায়হানের বন্ধু রাজেশ অধীর অপেক্ষায় আছে। সবাই আল্লাহকে স্মরণ করছে বার বার। যেন তিতলি সুস্থ হয়ে ওঠে, অপারেশন সাকসেসফুল হয়।

টানা দু'ঘন্টা পর রূপা মুখ ভার করে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের হয়। তার মুখ কালো দেখে কারো বুঝতে বাকি থাকে না কী ঘটেছে অপারেশন থিয়েটারে। হয়তো অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি- তিতলি আর বাঁচবে না।

রায়হান ক্লিনিকের ইট-পাথরে গড়া পিলারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছে। সূচনা বেগম কেঁদে ওঠে, 'এ সবের জন্যে আমিই দায়ী। আমি যদি প্রথম থেকে তিতলিকে ঠিকমত চিকিৎসা করাতাম তাহলে এমনটা হতো না। তিতলি আমাকে তুই অপরাধী করে চলে যাসনে।'

ফুফু অসুস্থ শুনে মামাবাড়ি থেকে ছুটে এসেছে সুজন। সেও রূপার মলিন মুখ দেখে কাঁদতে থাকে। বড় ভাই রায়হানকে সান্ত্বনা দেয় নিজের চোখের জল মুছে। রাজেশ মনে মনে তিতলিকে নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনেছিল আজ তা সবার সম্মুখে প্রকাশ পায়। দীর্ঘ বছরের তিতলিকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন এক নিমেষে ধুলিস্যাৎ হয়ে যাওয়ায় মনকে কিছুতেই মানাতে পারছে না সে। এক পা দু'পা করে এগিয়ে যায় তিতলির কেবিনের দিকে। তিতলির দিকে চোখ রাখতেই চোখের জলকে কিছুতেই বাঁধ দিয়ে রাখতে পারে না সে। চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে মনে বলে ওঠে, 'তিতলি কী নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছো তুমি! আমি তোমার কী এমন ক্ষতি করেছি বলো? আমাকে কেন ফেলে চলে গেলে একা। তোমাকে নিয়ে যে স্বপ্নের জাল এতদিনে বুনে চলেছি তা তুমি এক নিমেষে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেলে কেন?'

সবার মনে অবস্থা দেখে রূপা আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে হেসে ওঠে। রূপার এমন হাসিতে সবাই হতভম্ব হয়ে যায়। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলে ওঠে, 'অপারেশন সাকসেসফুল।'

রূপার কথায় যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পায়। রায়হান উম্মাদের মতো ছুটে আসে; রূপার দুই বাহু ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে, 'সত্যি, সত্যি বলছো তুমি; সত্যি বলছো?'

'হ্যাঁ রায়হান; সত্যি। আর কোন ভয় নেই। তিতলি এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত।'

'তাহলে তুমি যে....'

'মজা করলাম।'

'মজা করলে!' রাগান্বিত ভাব রায়হানের চোখেমুখে।

'হ্যাঁ; মজা করলাম। তিতলিকে তোমরা কতটুকু ভালবাস সেটা পরীক্ষা করার জন্যে।'

রাজেশ বলে ওঠে, 'তাহলে আমি যে তিতলি...'

কথা শেষ করতে পারে না রাজেশ। রূপা তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ওকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছি। ছয় ঘন্টা পর জ্ঞান ফিরবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে রূপা বলে ওঠে, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম রাজেশ ভাই।'

রাজেশ বলল, 'কী?'

'অপারেশনের পরে তিতলিকে একমাত্র আপনি ছাড়া কেউ দেখতে চায়নি।'

রূপার এমন কথায় রাজেশ মনে মনে লজ্জা পায়। এই লজ্জাকে লুকাতে সে রায়হানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তো বন্ধু; সন্ধ্যায় দেখা হবে। আমি এখন আসি।'

'কাজ থাকলে যা। তবে সন্ধ্যায় আসতে যেন ভুলিস না।' রায়হান বলল।

সামনের দিকে এক পা বাড়িয়ে থেমে যায় রাজেশ। রূপা বলল, 'তুমি কী পাগল রায়হান? রাজেশ ভাই অন্য সবকিছু ভুলে যেতে পারে তবে সন্ধ্যায় এখানে আসার কথা সে কখনও ভুলবে না। আমি ঠিক বলিনি রাজেশ ভাই?'

রাজেশ লজ্জায় সেখানে আর দাঁড়ায় না। দ্রুতপায়ে স্থান ত্যাগ করে।

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মা। তোমার মনের জোর দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম তুমি পারবে। সেটা তুমি প্রমাণ করলে এই কঠিণ অপারেশন সাকসেসফুল করে। বলা চলে, অসাধ্যকে সাধন করেছো। আসলে আমার এই শুকনো ধন্যবাদ দিলে তোমাকে ছোট করা হবে। তোমার মতো ডাক্তার আমাদের খুব প্রয়োজন। কাল থেকে নিয়মিত রোগী দেখছো তো?' ডাক্তার পোদ্দার বলল।

ডাক্তারের প্রস্তাবে মনে মনে খুশি হয় রূপা। বাইরে তা প্রকাশ করে না। বলল, 'আমার কোন আপত্তি নেই আঙ্কেল তবে মাকে না বলে আমি পুরোপুরি মত দিতে পারছি না।'

'সেতো ভাল কথা। আশাকরি ভাবী আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে পারবেন না।'

ডাক্তারী জীবনে এই প্রথম তার মেয়ে একজন মুমূর্ষু রোগী অপারেশন করছে জেনে ক্লিনিকে ছুটে আসে রিজিয়া বেগম। মাকে ক্লিনিকে দেখে রূপা বলল, 'মা তুমি এখানে?'

'তুই নাকি একটা সিরিয়াস রোগী অপারেশনের দায়িত্ব নিয়েছিস? কথাটা শুনেইতো আসলাম। অপারেশন শেষ নাকি?'

'হ্যাঁ মা। আমার জীবনের প্রথম অপারেশন। সাকসেকফুল।'

'আমি জানতাম, তুই সাকসেসফুল হবিই।' বলল রিজিয়া বেগম।

'তুমি কীভাবে বুঝলে?' রূপার প্রশ্ন।

'আমার মন বলছিলো তুই পারবি। কারণ তুই যে আমার আঁধার ঘরের আলো। আমার বুকের মানিক।'

'রোগী এখন কেমন?'

'ভালো মা; তবে জ্ঞান ফিরতে এখনও পাঁচ ঘন্টা বাকি।' রূপা রায়হানকে দেখিয়ে বলল, 'মা এই রায়হান। তোমাকে যার কথা বলেছিলাম।'

চলবে...

ব্লাড গ্রুপ

শংকর সাহা

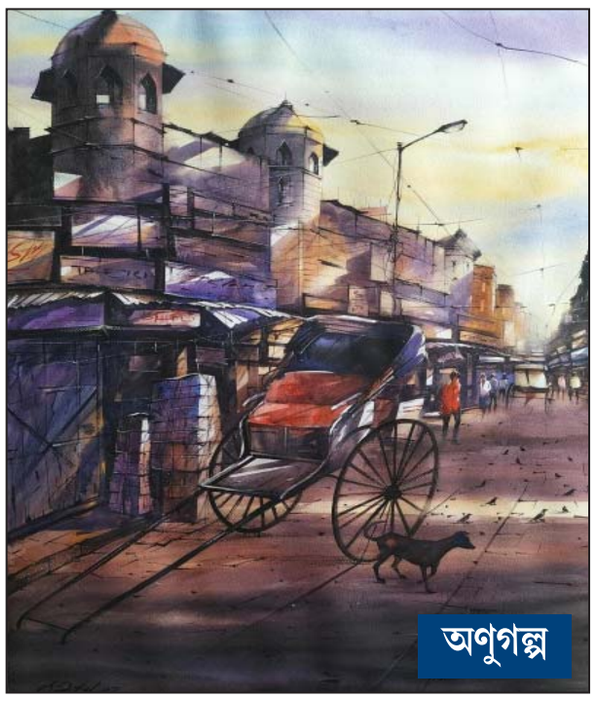

সেদিন রাস্তার মোড়ে কিছুটা উদভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে তমালিকা। রাস্তার পাশে তেমন কোনো টোটো বা অটোর দেখা নেই। এতো রাতে কি করে সে বাড়ি ফিরবে? একদিকে বাড়ি ফেরার চিন্তা অন্যদিকে অসুস্থ স্বামীর জন্যে ব্লাড ব্যাঙ্কে হন্যে হয়ে ঘুরেও রক্ত না মেলায় চিন্তায় যেন কপালে ভাঁজ পড়েছে তার। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকে সে । এমন সময় শুনশান রাস্তার উপার থেকে একটি রিক্সাকে দেখতে পায় তমালিকা। হাত নাড়িয়ে তাকে থামতে বলে।'আপনি বড়বাজারে যাবেন?'

" না ম্যাডাম,এতো রাতে" তমালিকার দিকে তাকিয়ে রিক্সাওয়ালা বলে বসে।

' আমি খুব বিপদে পড়েছি..একটু নিয়ে যাবেন ভাই ?' তমালিকার কথা ফেলতে পারলনা সেদিন রিক্সাওয়ালাটি। রিক্সায় তাকে চেপে নিয়ে সোজা বড়বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিল সে।" একটু জোরে চালাবে ভাই..তমালিকার ব্যস্ততা দেখে রিকসাওয়ালাটি জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি খুব বিপদে পড়েছেন?'

রিক্সাওয়ালার দিকে চেয়ে তমালিকা বলে, " কাল কারখানায় কাজ করতে গিয়ে হঠাতই আমার স্বামীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এখন রক্তের প্রয়োজন। কি করবো বুঝতে পারছিনা!"

' দিদিমণি ওনার রক্তের গ্রুপ কি ?" পেছন ফিরে তমালিকাকে জিজ্ঞাসা করে রিক্সাওয়ালাটি।

পরেরদিন সকালে..

হাসপাতাল থেকে ফোন আসে। রক্তের জোগাড় হয়ে গেছে। ফোন পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যায় তমালিকা। স্বামীকে যে বাঁচাতেই হবে। ডাক্তারের সাথে কথা বলে রক্ত দেবার ব্যবস্থা হয়।

এখন সে বিপদমুক্ত। ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যায় সে। জানতে চায় রক্ত কে দিলেন? তমালিকা জানতে পারেন সেই রিক্সাওয়ালাটিই আজ তার স্বামীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তিনিই রক্ত দিয়েছেন।হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে বাইরে শূন্য আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তমালিকা। আর মনে পড়ে গতকাল রাত্রের সেই রিক্সাওয়ালার কথাগুলো..

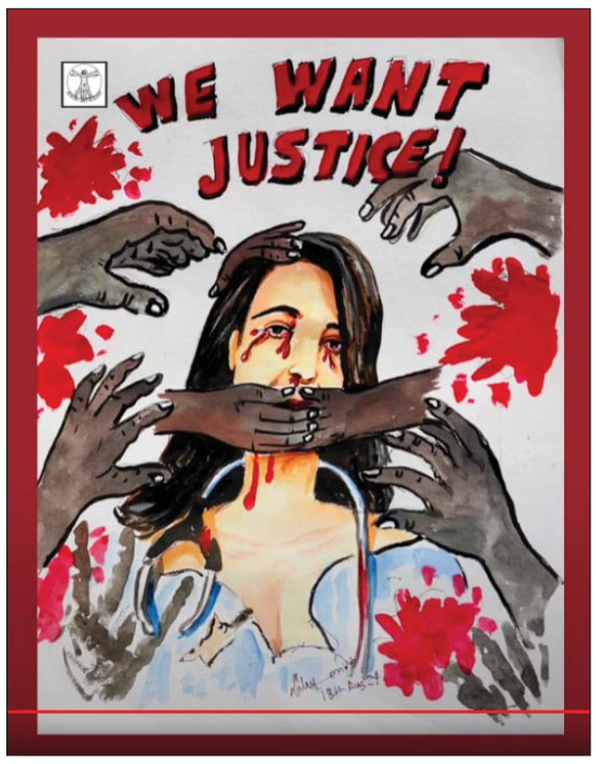

প্রতিবাদের বিস্ফোরণ

সিরাজুল ইসলাম ঢালী

চতুর্দিকে হাজার হাজার মিথ্যা অন্যায় অবিচার
মানুষ সব দেখছে মানুষ সব শুনছে
মানুষের অজানা কিচ্ছু নেই,
মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবেই।

চতুর্দিকে হাজার হাজার শিশু পাচার নির্যাতন
মানুষ সব দেখছে মানুষ সব শুনছে
মানুষের অজানা কিচ্ছু নেই,
মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবেই।

চতুর্দিকে হাজার হাজার নারী পাচার নির্যাতন
মানুষ সব দেখছে মানুষ সব শুনছে
মানুষের অজানা কিচ্ছু নেই,
মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবেই।

চতুর্দিকে হাজার হাজার মিথ্যা প্রেম প্রীতি
মানুষ সব দেখছে মানুষ সব শুনছে
মানুষের অজানা কিচ্ছু নেই,
মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবেই।

চতুর্দিকে হাজার হাজার ভুয়ো পুলিশ সংঘর্ষ
মানুষ সব দেখছে মানুষ সব শুনছে
মানুষের অজানা কিচ্ছু নেই,
মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবেই।

চতুর্দিকে হাজার হাজার নারী ধর্ষণ যৌন নির্যাতন
মানুষ সব দেখছে মানুষ সব শুনছে
মানুষের অজানা কিচ্ছু নেই,
মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিবাদ করবেই।

ছড়া-ছড়ি

পকেট খালি

আসগার আলি মণ্ডল

চাকরি গেছে পকেট খালি
চিন্তার নেই শেষ
বছর দশেক কাটলো ভালোই
হেসে-খেলে বেশ।
মুখে ছিলো খুশির হাসি
আকাশ সমান সুখ
এক ঝটকায় বিলীন হলো
নেমে এলো দুখ।

গিন্নি আমার রগচটা খুব
সকাল হলেই বলে
করবে বাজার পছন্দ সই
দেয় ধরিয়ে থলে।
মেয়ে এসে ভিষণ রেগে
বললো হেঁকে জোরে
ফোনটা আমার পড়ে আছে
দাওনা রিচার্জ করে।
ক'দিন হলো পকেট খালি
নেই রিচার্জের দাম
তিনশো থেকে চারশো এখন
ঝরছে গায়ের দাম।

জিজ্ঞাসা

সৌমেন্দু লাহিড়ী

ও কবিবর কি হল তোমার,
কেন তোমার কলম চুপ ?
অত্যাচারীর ধামা ধরা,
এটি কি তোমার আসল রূপ ?

নৃশংশতা দেখে কি তোমার
একটু কলম সরছে না ?
হত্যালীলা হচ্ছে যা তা
তোমায় কি ভাবাচ্ছে না ?

এমনই হেথা অরাজকতা
মেয়েদের সুরক্ষা নাই,
এর বিরুদ্ধে কলম কবি
তোমার ধরার সাহস নাই।

ওই দিকেতে দ্যাখো অভয়ার
ফটোর সামনে জ্বলছে ধূপ,
তবুও তুমি শান্ত এত?
তোমার সাধের কলম চুপ !!!

প্রতিবাদের মিছিল

বাহাউদ্দিন সেখ

প্রতিবাদের মিছিল গড়বে নারী
গড়বে এবার দেশ
পায়ে পায়ে পা মিলিয়ে পথে পথে
চলবে এবার রেশ!

ধর্ষণ খুনি ওই ভক্ষক রাজা,
যে বোনের রক্ত খেলো তরতাজা!

তবে এ সমাজে এক হও, এক হও,
তবে ওই রাক্ষস দিতে ফাঁসি,
আর নয় আর নয় ওই নারী,
বদ্ধ কোনা ঘরের দাসী।

এগিয়ে যাও, এগিয়ে এসো
এই মিছিলের পথে
যে বোন ধ্বংস হলো তার অধিকার
মিলিয়ে দি একসাথে!

শরৎকাল

সংগ্রাম সাহা

শরৎ বলে এসে গেছি
বর্ষার এবার বিদায়
শিউলি বলে ফুটেছি
সাজি নিয়ে আয়।
শাপলা শালুক দিঘির জলে
বনে কাশের মেলা
নীল আকাশে ভেসে বেড়ায়
সাদা মেঘের ভেলা।
আকাশে সোনা রোদ
করে ঝলমল
পদ্ম পাতায় শিশির যেন
করে টলমল।
দিগন্তে পাখা মেলে
বলাকারা উড়ে যায়
প্রকৃতির রূপ ও বাহার
শরতেই শোভা পায়।
ঢং কুরকুর ঢং কুরকুর
ঢাকের বাদ্দি বাজে
আসছে পুজো আসছে পুজো
মন বসে না কাজে।

উৎকণ্ঠা

আয়েশা সিদ্দিকা

অন্ধকার আকাশ,
একশ মিলিয়ন তারা ,
চোখ আমাকে যা দেখতে চাই , তা দেখায় না ।
আশেপাশের গাছে বাতাস বইছে ,
শব্দেরা হৃদয়ের ভিতরে এবং বাইরে কবিতার ছন্দ বুনছে ।
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ,
অন্ধকার আকাশের বিপরীতে অল্প অল্প আলোর ঝলকানি ।
এটি নীহারিকা বা অরোরা বোরিয়ালিসের মতো রঙে ভরা ,
একটি পপড হৃদয়ের ভিতরে বুদবুদের মতো ফেটে যাচ্ছে ।
ধোঁয়ার গন্ধ নেই ,
জৈবিক অস্ত্র জ্বালানির অভাবে বিস্ফোরিত হয় না ।
হারিয়ে গেছে নীহারিকা , মায়া ,পৃথিবীর ছায়া ।
মৃত্যু পৃথিবীর বড় গ্যালাক্সি ,
মৃত্যুকে বোঝানোর মতো আর কিছুই নেই ।
এটি মহাআকাশের একটি তারা ,
এর বিস্ফোরণের শব্দ নেই ।

জাতশত্রু

ইমদাদুল ইসলাম

অপদার্থরা নিজের ফুল বাগিচার চর্চায় সদাই দায়িত্বহীন,
নিজ বাগিচার ফুলেদের মিষ্টি সৌরভকেও সমাদর দেয়না।
তবে যখন ভিন বাগিচার পুষ্প ঘ্রাণ নিতে উদগ্রীব হয়,
দেখে শুনে সুশীল যাঁরা বড় দুঃখ ও কষ্ট পায়।
ভিন বাগিচার গোলাপের অবৈধ সুঘ্রাণ নিতে ওরা নেশায় তর,
আবার ঘ্রাণ নিয়ে শেষে থেঁতলিয়ে পিষে মারে গোলাপগুলোকে।
আসলে ওরা ফুল ও বাগিচা উভয়েরই জাতশত্রু,
ওরা কখনোই জহিন নয় বরং পাপিষ্ট কুলাঙ্গার;
ওদের জীবন এবং ঘ্রাণাঙ্গ বিষাক্ত ও অভিশপ্ত,
সহস্র অভিশাপ একদিন নিয়ে যায় ফাঁসির মঞ্চে।
ওদের প্রেষক ও সমর্থকেরাও সভ্যতার শত্রু।

৪ মিনিটের মধ্যে ৩ গোল, সিটি জিতল ৪-১ ব্যবধানে

আপনজন ডেস্ক: গোলটি তোমরা কেন দিলে? তোমরা কি জানতে না, ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে খেলছ?
নিজেদের মাঠে ৭ মিনিটের গোলে ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়ার পর ম্যানচেস্টার সিটির খেলা দেখে মনে হচ্ছিল, কেভিন ডি ব্রুইনা-আর্লিং হলান্ডরা যেন এটাই বলতে চেয়েছেন! ১২ থেকে ১৬– এই চার মিনিটে ইপসউইচের জালে তিনবার বল পাঠায় সিটি।
এই তিন গোলের একটি ডি ব্রুইনার, দুটি হলান্ডের। দ্রুত তিন গোল দিয়ে 'রাগ'টা যেন একটু স্তিমিত হয়ে যায় সিটি খেলোয়াড়দের। এ কারণেই হয়তো চতুর্থ গোলটি সিটি পেয়েছে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে। শেষ মুহূর্তে করা সেই গোলে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছেন হলান্ড, সিটি জিতেছে ৪-১ ব্যবধানে।
দুই ম্যাচেই চার গোল হয়ে গেছে আর্লিং হলান্ডের
দুই ম্যাচেই চার গোল হয়ে গেছে আর্লিং হলান্ডেররয়টার্স
সিটির হয়ে গোলের খাতা খোলেন হলান্ড। গোলটি তিনি করেছেন পেনাল্টি থেকে। দুই মিনিট পর স্কোরশিটে নাম লেখান ডি ব্রুইনা। এর দুই মিনিট পর আবার গোল পান হলান্ড। এরপর লম্বা সময় ম্যাচে আধিপত্য করে গেলেও গোল পাচ্ছিল না সিটি।
কখনো ইপসউইচের গোলকিপারের দারুণ দক্ষতা, কখনো আবার হলান্ড-গ্রিলিশদের ব্যর্থতায় গোল আসছিল না। অবশেষে তারা স্কোরলাইন ৪-১ করতে পারে হলান্ডের তৃতীয় গোলে। চেলসির বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে ২-০ ব্যবধানের জয়েও একটি গোল করেছিলেন হলান্ড।
আজকের হ্যাটট্রিকে সিটির জার্সিতে নিজের গোলসংখ্যা ৯৪-এ নিয়ে গেলেন হলান্ড। ২০২২-২৩ মৌসুমে তিনি সিটিতে নাম লেখানোর পর এর চেয়ে বেশি গোল ইংল্যান্ডের ফুটবলে আর কারও নেই।

ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন শিখর ধাওয়ান

আপনজন ডেস্ক: সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে দিলেন শিখর ধাওয়ান। দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন ভারতের এই ওপেনার। আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আবেগঘন ভিডিও বার্তায় অবসরের ঘোষণা দেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। ৩৮ বছর বয়সী ধাওয়ান ভিডিওবার্তার ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমার ক্রিকেট যাত্রা শেষ হলো। সঙ্গে রয়ে গেল গেল অগণিত স্মৃতি এবং কৃতজ্ঞতা। যে ভালোবাসা এবং সমর্থন পেয়েছি, সেটার জন্য ধন্যবাদ।'
ভিডিওবার্তায় ধাওয়ান বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য ছিল একটাই–দেশের হয়ে খেলা। সেই লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথমত আমার পরিবার ও বাল্যকালের কোচ, যাঁদের কাছ থেকে আমি ক্রিকেট শিখেছি। তারপর ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিসিসিআই ও ডিডিসিএকে (দিল্লি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন), তারা আমাকে খেলার সুযোগ করে দিয়েছিল। এ ছাড়া আমার গোটা দলকে, যাদের সঙ্গে আমি খেলেছি। ক্যারিয়ারে আমি সবার ভালোবাসা আর সমর্থন পেয়েছি। গল্পের বই পড়তে পড়তে যে রকম পাতা ওল্টাতে হয়, আমিও সেটাই করছি। আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।'
বিদায়ের ঘোষণায় ধাওয়ান আরও বলেছেন, 'ভারতের হয়ে এতদিন খেলেছি, এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে বিদায় বলতে পারছি। নিজেকে বলতে চাই, তুমি আর ভারতের হয়ে খেলতে পারবে না বলে দুঃখ করো না। বরং এটা ভেবে আনন্দ পাওয়া উচিত যে, তুমি দেশের হয়ে খেলতে পেরেছ।' ভারত জাতীয় দলের জয়ে ৩৪টি টেস্ট, ১৬৭টি ওয়ানডে এবং ৬৮টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ধাওয়ান। করেছেন ১০৮৬৭ রান, সেঞ্চুরি আছে ২৪টি। ২০১০ সালে বিশাখাপট্টনমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। জাতীয় দলের জার্সিতে শেষ ম্যাচটিও খেলেছেন এই সংস্করণে; ২০২২ সালে চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিপক্ষে।
শীর্ষ পর্যায়ের ঘরোয়া ক্রিকেটে ধাওয়ান প্রথম ম্যাচটি খেলেন ২০০৪ সালে। এ বছরের এপ্রিলে আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচটিই হয়ে রইল তাঁর শেষ।
ভারতের ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন ধাওয়ান। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হয়ে পেয়েছিলেন সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি। তবে বিশ্ব ক্রিকেট ধাওয়ানকে চিনেছিল এই বাংলাদেশ থেকেই। ২০০৪ সালে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও শীর্ষ রানসংগ্রাহক ছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে হওয়া সেমিফাইনালে ভারত পাকিস্তানের কাছে হেরে বিদায় নিলেও তিনিই হয়েছিলেন টুর্নামেন্টসেরা।

লাগাতার বৃষ্টির জন্য বাতিল ইস্টবেঙ্গল-পিয়ারলেস ম্যাচ, পুনরায় খেলা হবে আজ

আপনজন ডেস্ক: প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফের বাতিল কলকাতা ফুটবল লিগের ম্যাচ। এদিন ইস্টবেঙ্গল বনাম পিয়ারলেস ম্যাচটি বাতিল করে দেওয়া হয়। শনিবার, কলকাতা লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠে পিয়ারলেসের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। আর এই ম্যাচে পিয়ারলেসের বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেলেই গ্রুপ শীর্ষে উঠে আসতে পারত বিনো জর্জের ছেলেরা।
কিন্তু শনিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। চলছে অবিরাম বৃষ্টি। স্বভাবতই, মাঠের অবস্থাও তথৈবচ। ফলে, ইস্টবেঙ্গল মাঠে কলকাতা ফুটবল লিগের ইস্টবেঙ্গল বনাম পিয়ারলেসের মধ্যে ম্যাচটি প্রচন্ড বৃষ্টি, আলোর স্বল্পতা এবং বজ্রবিদ্যুতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে শুরুই করা যায়নি। রেফারি এবং ম্যাচ কমিশনার প্রায় ৪০ মিনিট অপেক্ষা করার পরেও, পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না হওয়ার দরুণ ম্যাচটি বাতিল বলে ঘোষণা করেন। সারাদিন বৃষ্টির ফলে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় জল জমে যায়। যদিও তার মধ্যেই প্র্যাকটিসে নেমে যায় ইস্টবেঙ্গল। এদিন প্রায় পূর্ণশক্তির দলই নামাতে প্রস্তুত ছিলেন বিনো জর্জ। কারণ, একমাত্র লক্ষ্য ছিল জয়। এমনকি, প্রথম একাদশে সায়ন, বিষ্ণু, জেসিন এবং আমনের মতো তরুণ তুর্কিরাও ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত, খেলাই শুরু করা গেল না।
ম্যাচ কমিশনার বলেন, মাঠের অবস্থা এমনিতে ভালো ছিল। কিন্তু আলো কমে যাওয়ার ফলে, আদৌ ম্যাচটি শেষ করা যাবে কিনা, সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়। তাছড়া বজ্রবিদ্যুতের ফলে যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেই বিষয়টিও মাথায় রেখেছিলেন তারা।
জানা যাচ্ছে, সবকিছু ঠিক থাকলে রবিবার দুপুর একটায় ম্যাচটি হতে পারে। যদিও সেই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারিত হবে কিনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের মতে, সম্প্রচার হওয়ার শর্ত মেনেই দুপুর একটায় তারা খেলতে রাজি হয়েছেন।

ব্রাইটনের কাছে হারল ইউনাইটেড

আপনজন ডেস্ক: ১৪ ম্যাচে ৬ হার, মানে ৪৩ শতাংশ হার। ব্রাইটনের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এ হারের শতাংশ ছিল আজকের ম্যাচের আগে। আজ সেটা আরও বাজে হয়ে গেল। ১৫ ম্যাচে ৭ হার, শতাংশের হিসাবে প্রায় ৪৭! প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটন ছাড়া আর কোনো দলের বিপক্ষে শতাংশের হিসাবে এর চেয়ে বেশি হার নেই ইউনাইটেডের। ব্রাইটনের বিপক্ষে আজকের আগে খেলা সর্বশেষ পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরেছিল ইউনাইটেড। এই বৃত্ত থেকে বের হতে পারল না আজও। ব্রাইটনের মাঠ থেকে এবার তারা হেরে এসেছে ২-১ গোলে। ম্যাচটা যেন প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটনের বিপক্ষে ইউনাইটেডের লড়াইয়ের ইতিহাস মেনেই এগোতে শুরু করে। ম্যাচের ৩২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে তারা। ব্রাইটনকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন ড্যানি ওয়েলবেক, যিনি কিনা তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ইউনাইটেড দিয়ে। ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করা ইউনাইটেড দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে তারা। কঙ্ক্ষিত গোলও তারা পেয়ে যায় ৬০ মিনিটে। নুসাইর মাজরাউইর সহায়তায় গোলটি করেছেন আমাদ দিয়ালো। ৭০ মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত ইউনাইটেড। বক্সের ভেতর থেকে বল জালেও পাঠিয়েছিলেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। কিন্তু ভিএআর দেখে রেফারি অফসাইডের কারণে গোলটি বাতিল হয়েছে। গারনাচো নন, অফসাইড পজিশনে ছিলেন এবারের লিগে প্রথম ম্যাচে ফুলহামের বিপক্ষে যাঁর একমাত্র গোলে ইউনাইটেড জিতেছিল, সেই জসুয়া জিরকি। ম্যাচের পরের সময়টাতে দুই দলই সমানে সমান লড়াই করেছে। সমানে সমান এই লড়াইয়ে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে ব্রাইটনকে জয়সূচক গোল এনে দেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জোয়াও পেদ্রো। বক্সের ডান প্রান্ত থেকে হেডে তিনি গোলটি করেছেন আদিংগ্রার ক্রস থেকে।

চমক রেখে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা ব্রাজিলের

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য ব্রাজিল দল ঘোষণা করেছেন কোচ দরিভাল জুনিয়র। যেখানে গেল কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টে ব্রাজিলের স্কোয়াডে থাকা আটজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়েছিলেন তিনি।
দলে নতুন মুখ সতেরো বছর বয়সী স্ট্রাইকার এস্তেভাও। যিনি 'মেসিনহো' নামে পরিচিত।
তবে ইনজুরি থেকে পুরোপুরি সেরে না উঠায় স্কোয়াডে জায়গা পাননি অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড নেইমার।
পরের বছর থেকে চেলসিতে যোগ দিতে এস্তেভাওকে ইতিমধ্যে কেউ কেউ ব্রাজিলের পরবর্তী বড় তারকা বলছেন। সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে জাতীয় দলের হয়ে অভিষেক হতে তার। এই বছর ব্রাজিলের লিগে পালমেইরাসের হয়ে ১৯ ম্যাচে পাঁচ গোলের পাশাপাশি পাঁচটি অ্যাসিস্ট যোগ করেছেন তিনি।
দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ছয় ম্যাচ খেলে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। ৭ সেপ্টেম্বর (বাংলাদেশ সময়) ইকুয়েডরের বিপক্ষে এবং ১১ সেপ্টেম্বর প্যারাগুয়ের বিপক্ষে দুইটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল।
ব্রাজিল স্কোয়াড
গোলরক্ষক: অ্যালিসন (লিভারপুল), বেন্তো (আল-নাসর), এডারসন (ম্যানচেস্টার সিটি)।
ডিফেন্ডার: দানিলো (জুভেন্টাস), ইয়ান কৌটো (বরুসিয়া ডর্টমুন্ড), গুইলহার্মে আরানা (অ্যাটলেটিকো মিনিরো), ওয়েন্ডেল (পোর্তো), বেরালদো, মারকুইনহোস (প্যারিস সেন্ট জার্মেই), এডার মিলিতাও (রিয়াল মাদ্রিদ), গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহেস (আর্সেনাল)।
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে (ফ্লুমিনেন্স), ব্রুনো গুইমারেস (নিউক্যাসল), গারসন (ফ্লামেঙ্গো), জোয়াও গোমেস (ওলভারহ্যাম্পটন), লুকাস পাকেতা (ওয়েস্ট হ্যাম)।
স্ট্রাইকার; রদ্রিগো (রিয়াল মাদ্রিদ), এন্দ্রিক (রিয়াল মাদ্রিদ), ভিনিসিয়াস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), এস্তেভাও (পালমেইরাস), লুইজ হেনরিক (বোটাফোগো), পেদ্রো (ফ্লামেঙ্গো), সাভিনহো (ম্যানচেস্টার সিটি)।

মোহনবাগান ও রেলওয়ে ম্যাচের দিন পরিবর্তিত, একইদিনে পড়ায় স্থগিত মহামেডানের খেলা

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার আইএফএ সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে কলকাতা লিগে মোহনবাগানের ম্যাচ স্থগিত করে দেওয়ার। কারণবশত সিনিয়ার দলের খেলা ও মোহনবাগানের ম্যাচ দুই-ই একই সময়ে পড়ে গিয়েছিল। এমনকি মহামেডানের ম্যাচ ও স্থগিত করা হয়। বর্তমানে আগামী ২৫শে আগস্ট সেই বাতিল হওয়া ম্যাচের ঝলক দেখতে পাবেন দর্শকেরা সেই নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত জায়গায়। তবে মেসারার্সের বিরুদ্ধে মহামেডানের যে ম্যাচটি ছিল ওটা কিন্তু বাতিল থাকল। কারণ লিগ পর্ব একেবারে শেষের দোর গোড়ায় , তাই যাতে নিরপেক্ষহীনতা থাকে তাই এই সিদ্ধান্ত। আই এফ এর সূত্রের খবর সুপার সিক্সে জায়গা করার দৌড়ে যে দলগুলি রয়েছে তাদের ম্যাচের সময় এবং দিন একইভাবে বহাল থাকলো।
মোহনবাগান এবং মহামেডান দুটি দলই আলাদা গ্রুপে। মোহনবাগান নটি ম্যাচ খেলে ১৩ পয়েন্ট এবং মহামেডান দশটি ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট মোহনবাগানের যে ম্যাচটি বাতিল ছিল রেলওয়ের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ পুনরায় হওয়ার দিন চূড়ান্ত করে দিল আই এফ এ। আগামী ২৫শে আগস্ট হবে মোহনবাগানের জেতার আরেক নতুন লড়াই। ম্যাচের ভেন্যু এবং সময়ের কোনও বদল হয়নি। তবে সেই একই দিনে নিজেদের মাঠে মেসারার্স ক্লাবের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল মহমেডানের। কিন্তু সেই ম্যাচটি হবে না।
আইএফএ জানিয়েছে, স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
কারণ, লিগ পর্ব প্রায় শেষের দিকে পৌঁছে গেছে। এই অবস্থায় যে দলগুলি পয়েন্ট তালিকার উপরের দিকে রয়েছে বা সুপার সিক্সে ওঠার দৌড়ে এগিয়ে আছে, তাদের ম্যাচগুলি একইদিনে একই সময়ে রাখা হবে বলে জানিয়েছে আইএফএ। কোনও দল যাতে অন্যায্য সুবিধা না পায়, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কাছে গিয়েও দ্বিশতরান হল না মুশফিকের

আপনজন ডেস্ক: খুব কাছাকাছি গিয়েও ক্যারিয়ারে চতুর্থ ডাবল সেঞ্চুরি করতে পারলেন না মুশফিকুর রহিম। মোহাম্মদ আলীর বলে রিজওয়ানের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরার আগে ১৯১ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলেন তিনি। চতুর্থ দিনের শুরুতে ৫৫ রান নিয়ে ব্যাট করতে নেমেছিলেন মুশফিক। সঙ্গে থাকা লিটন দ্রুত আউট হয়ে ফিরে গেলেও মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে ১৯৬ রানের জুটি গড়েন তিনি। করেন ক্যারিয়ারের ১১তম সেঞ্চুরি। ১৯১ রান করে আউট হওয়ার আগে ৩৪১ বলের ইনিংসে ২২ চার ও ১ ছয় মেরেছেন মুশফিক। এর আগে দিনের প্রথম ইনিংসে লিড পায় বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে ১৬০ ওভারে ৭ উইকেটে ৫৩০ রান তোলে বাংলাদেশ দল। মিরাজ ৬৫ রানে অপরাজিত।

রিয়ালকে দুঃসংবাদ দিলেন বেলিংহাম

আপনজন ডেস্ক: রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে গত শুক্রবার ডান পায়ের মাংসপেশিতে চোট পেয়েছেন মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। একটি সূত্র ইএসপিএনকে জানিয়েছে, এই চোটে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মাঠের বাইরে থাকতে হবে বেলিংহামকে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমগুলোও জানিয়েছে, প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে ইংল্যান্ড তারকাকে।
বেলিংহামের চোট নিয়ে গতকাল রিয়ালের বিবৃতিতে বলা হয়, 'রিয়াল মাদ্রিদের চিকিৎসক দল আজ (গতকাল) জুড বেলিংহামের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়েছে, ডান পায়ের প্ল্যান্টারিস মাংসপেশিতে (পায়ের উপরিভাগের পৃষ্ঠীয় পেশি) তিনি চোট পেয়েছেন।' ঠিক কত দিন বেলিংহামকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে সে বিষয়ে বিবৃতিতে কিছুই জানায়নি রিয়াল।
তবে মাদ্রিদের ক্লাবটি যে তাঁকে বেশ কিছু ম্যাচে পাচ্ছে না, সেটা নিশ্চিত। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, লা লিগায় রিয়াল ভায়োদোলিদ (আগামীকাল), লাস পালমাস (২৯ আগস্ট) ও রিয়াল বেতিসের (১ সেপ্টেম্বর) বিপক্ষে তাঁকে পাবে না রিয়াল। এ ছাড়া সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ডের হয়ে নেশনস লিগে আয়ারল্যান্ড ও ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেও খেলতে পারবেন না বেলিংহাম। ডাবলিনে ৭ সেপ্টেম্বর আয়ারল্যান্ড এবং লন্ডনে ১০ সেপ্টেম্বর ফিনল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড।
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তি বলেছেন, 'বেলিংহাম আঘাত পেয়েছে। আমরা তাকে পর্যবেক্ষণে রেখেছি।'
গত মৌসুমে রিয়ালের লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বেলিংহাম।
এবারের মৌসুমে রিয়ালের প্রথম দুই ম্যাচে মাঝমাঠে খেলেছেন তিনি, কিলিয়ান এমবাপ্পেকে আক্রমণভাগে জায়গা করে দিতেই এই সিদ্ধান্ত। এর আগে মাঝমাঠের আরও সামনে খেলে আক্রমণে সরাসরি ভূমিকা রেখেছেন বেলিংহাম।
মাঠের বাইরে ছিটকে পড়ার হতাশাটা ইনস্টাগ্রামে প্রকাশ করেছেন বেলিংহাম, 'ম্যাচ খেলতে না পারাকেই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। তবে এর ইতিবাচক দিকগুলোও বোঝার চেষ্টা করছি। ব্যস্ত একটি বছরের পর আমার শরীর সম্ভবত বার্তা দিচ্ছে, এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। আমি খুব হতাশ। তবে মাঠে ফেরার আগপর্যন্ত ভক্ত হিসেবে সতীর্থদের সমর্থন দিয়ে যাব।'
গত সপ্তাহে রিয়ালের উয়েফা সুপার কাপ জয়ে ম্যাচসেরা হন গত মৌসুমে ১৯ গোল করা বেলিংহাম। আগামীকাল ঘরের মাঠে চলতি মৌসুমের প্রথম ম্যাচে রিয়াল ভায়োদোলিদের মুখোমুখি হবে আনচেলত্তির দল। এই ম্যাচে ঘরের মাঠে রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে এমবাপ্পের।

এক অনুষ্ঠানে জয় শাহর কাছ থেকে পুরস্কার নেওয়ার পর এভাবেই হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠেন ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি। ছবিতে হাস্যোজ্জ্বল রোহিত শর্মাকেও দেখা যাচ্ছে

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**